উপজেলা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট বই

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ, নেত্রকোনা।

(২০১৯-২০২৪)

ডিসেম্বর-২০২০

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

EMBASSY OF DENMARK
Danida

UNDP

সহযোগিতায়ঃ কার্যকর ও জবাবদিহি মূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি) প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকাশনা সংক্রান্ত ঃ

উপদেষ্টা ঃ

বেগম রেবেকা মমিন
মাননীয় সংসদ সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ

গোলাম কিবরিয়া জব্বার
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, খালিয়াজুরী, **নেত্রকোণা।**

সুমন চক্রবর্তী
ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, খালিয়াজুরী, **নেত্রকোণা।**

হেপি রায়
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, খালিয়াজুরী, **নেত্রকোণা।**

সম্পাদনায়ঃ
এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা।

উপ-সম্পাদনায়ঃ
মোঃ মুহাইমিনুল ইসলাম আরিফ
উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার
খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা।

স্বত্বঃ
উপজেলা পরিষদ, খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা।

আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায়ঃ
সহযোগিতায়ঃ কার্যকর ও জবাব দিহি মূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি) প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকাশকালঃ
ডিসেম্বর ২০২০

ডিজাইন এবং মুদ্রণ ঃ

মুখবন্ধ

চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ

খালিয়াজুরী, নেত্রকোনা।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রী করণের মাধ্যমে এলাকার জনগণের চাহিদা ও এলাকার দৃশ্যমান উন্নতির জন্য উপজেলা পরিষদই প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো তথা একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য বদ্ধ পরিকর। মূলতঃ সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের দোর গোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়েজনগণের প্রকৃত চাহিদা পূরণ ও স্থানীয় সমস্যার সমাধান করতে পারেন-জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত জন প্রতিনিধিগণ। আর পরিকল্পনা সঠিক ভাবে নিয়মিতকরণ ও পর্যবেক্ষকের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন-উপজেলার পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধিগণ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাবৃন্দ যখন সম্মিলিত ভাবে একটি বাস্তব ভিত্তিক ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যদি সঠিক ভাবে কাজ করেন-তখনই উন্নয়নের সফলতার ধারা বহুলাংশে সহজ হয়ে যায়।

উপজেলা পরিষদেও উন্নয়ন মূলক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ প্রেক্ষাপটে উপজেলা পরিষদেও নিজস্ব তহবিল, সরকারের অনুদান এবং বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহের একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় আনা গেলে লক্ষ্য ভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান সহজ হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কৃর্তক বাস্তবায়িত কার্যকর ও জবাব দিহিমূলক স্থানীয় সরকার (ইএএলজি) প্রকল্পের সার্বিক সহযোগিতায় নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদেও পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশ করতে পেরেছে বিধায় আমি অভিভূত। পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পরিষদেও নিজস্ব সম্পদ, সরকার হতে প্রাপ্ত অনুদান এবং হস্তান্তরিত দপ্তর সমূহের সম্পদ- জনগণের চাহিদা মাফিক এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহার করা।

সর্বোপরি, উপজেলা পরিষদেও সকল সম্মানিত সদস্য এবং পরিষদে হস্তান্তরিত সরকারি দপ্তর সমূহের কর্মকর্তাগণের আন্তরিকতায় এ পরিকল্পনা সফল ও সার্থক ভাবে বাস্তবায়িত হবে এবং এর সুফল উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পরিশেষে, এই পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেও কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদকীয়

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (০১ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে সংশোধিত) কার্যকর হয়েছে। এই আইনের আওতায় উপজেলা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য ৯ টি বিধিমালা ও উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ করা হয়েছে। এসব আইন, বিধিমালা প্রণয়নের ফলে এবং তার যথাযথ অনুসরণ কার্যকর হলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এর ধারা ৪২ এ বলা হয়েছে যে উপজেলা পরিষদসমূহ উপজেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। আইনের ২য় তফসিলে (উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী) এর ১নং ক্রমিকে এই বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর মাধ্যমে উপজেলা পরিষদকে গতিশীল করতে স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক ও পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খালিয়াজুরী উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা, সরকারি-বেসরকারি খাতের অর্থপ্রবাহ, স্থানীয় চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। জনগণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতিতে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামত নিয়ে চাহিদা নির্ণয়পূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে খালিয়াজুরী উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্বাচিত সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রণীত পরিকল্পনার সুষম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করি। জন প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তাদের যে উদ্যোগ লক্ষ্য করছি তাতে আমি আশা করতে পারি অচিরেই খালিয়াজুরী একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়নে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী দল (টিজিপি), প্রকল্প নির্বাচন কমিটিসহ স্থানীয় জন প্রতিনিধিগণ ও পরিষদে ন্যস্ত সকল কর্মকর্তা ও উপজেলা পরিষদের ও প্রশাসনের সকল কর্মচারী যারা শ্রম দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম)

বাণী

মাননীয় সংসদ সদস্য

নেত্রকোনা জেলার র্অন্তগত খালিয়াজুরী উপজেলা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্য ১৬০ক নেত্রকোনা ৪ আসনে পড়ছে উক্ত এলাকার এমপি হিসাবে উপজলা পরষিদ র্কতৃক পঞ্চ-র্বাষকি পরকিল্পনা প্রণয়ন উদ্যোগে আমি আনন্দিতি এবং সংশ্লষ্টি সকলকে সাধুবাদ জানাই।

বলা হয়ে থাকে একটি সুষ্ঠ পরকিল্পনা পুরো কাজকে র্অধকে নামিয়ে নিবে। বাস্তবকি পক্ষহে, যে কোন এলাকার উন্নয়নে সুষ্ঠ পরকিল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকায। আশা করছি খালিয়াজুরী এ উদ্যোগ উপজেলা পরিষদের কাযক্রম জোড়দার করবে এবং উপজেলার কাঙ্খতি উন্নয়ন নশ্চিত করণে অবদান রাখবে। দেশ নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন র্বতমান সরকার এলাকার উন্নয়ন নিশ্চত করনে স্ব-স্ব স্থানীয় সরকার প্রতষ্ঠিান গুলোর উপর সবশিষে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। স্থানীয় র্পযায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা দারিদ্র্যবিমোচন, স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বতি করনে ও তৃণমূল র্পযায়ে অংশীদারিত্ব মূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সরকারী নানা সুবিধা সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে এই বইটি কাযকরী ও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া উপজেলা পরিষদের কাযক্রমকে আরও গতর্শিীল ও বেগবান করতে এটি নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করবে । উপজেলা তথা তৃণমূল র্পযায়ে উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সরকারী বিভিন্ন বিভাগ তাদের নিজ নিজ করণীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে জনগণরে কাঙ্খিত সবো প্রদান করতে সক্ষম হব।

একটি সমন্বতি উন্নয়ন পরকিল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতনিধি, সরকারি র্কমর্কতা-র্কমচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মলিতি ভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদহিতা বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চ-র্বাষিক উন্নয়ন পরকিল্পনা বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের প্রতি টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হব। এ ক্ষেত্রে খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। পরিশেষে আমি এ কাযক্রমের সাথে সংশ্লষ্টি খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহীঅফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান সহ সকল র্কমর্কতা-কর্মচারী সকলকে আন্তরকি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সততা, স্বচ্ছতা ও আন্তরকিতার সাথে স্ব-স্ব দায়ত্বি পালনে আহবান জানাই।

(বেগম রেবেকা মমিন)

বাণী

জেলা প্রসাশক

নেত্রকোণা

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক বই প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করণে উন্নয়ন মূখী, সেবাধর্মী ও কাযকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার দৃঢ প্রতিজ্ঞা। উপজেলা পরিষদকে পুনরায় চালু করা এবং অধিকতর জনমূখী ও সেবা ধর্মী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন সরকারের সেই প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন।

একথা অনস্বীকায যে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও কাযকর এবং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সেবামূখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠপরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মতামত গ্রহন, সমস্যা চিহ্নিত করণ, তদারকি এবং সে আলোকে স্থানীয় ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে টেকসই উন্নয়ন যেমন সম্ভব হয় তেমনি জাতীয়ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েগ ণতন্ত্রের ভিতও শক্তিশালী হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি) এর কারিগরি সহায়তায় ইতোমধ্যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। জনগণের বার্ষিক অংশগ্রজণের মাধ্যমে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক এউন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২০২৪) খালিয়াজুরী উপজেলার সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে- এটি আমার দৃঢ বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদকে অধিকতর জবাব দিহিতা মূলক, জন বান্ধব, আর্থিক ভাবে সুশৃঙ্খল ও সেবামূখী করার জন্য খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদের এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই একটি গুরুত্ব পূর্ন অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে।আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান, পরিষদের সকল সদস্য এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল সরককারি কর্মকর্তাসহ সেবা প্রদানকারী সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(কাজি আব্দুর রহমান)

বাণী

উপ পরিচালক
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করণে উন্নয়নমূখী, সেবাধর্মী ও কাযকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। উপজেলা পরিষদকে পুনরায় চালু করা এবং অধিকতর জনমূখী ও সেবা ধর্মী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন সরকারের সেই প্রতিজ্ঞারই প্রতিফলন।

এ কথা অনস্বীকায যে, এক বিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম ও কাযকর এবং এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে সেবামূখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গড়ে তুলতে উপজেলা পর্যায়ে সুষ্ঠপরিকল্পনা ও সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মতামত গ্রহন, সমস্যা চিহ্নিত করণ, তদারকি এবং সে আলোকে স্থানীয় ভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে টেকসই উন্নয়ন যেমন সম্ভব হয় তেমনি জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে গণতন্ত্রের ভিতও শক্তিশালী হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাইকা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উপজেলা ইন্টিগ্রেটেড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (ইউআইসিডিপি) এর কারিগরি সহায়তায় ইতোমধ্যে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। জনগণের বার্ষিক অংশগ্রজণের মাধ্যমে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক এ উন্নয়ন পরিকল্পনা (২০২০-২০২৪) খালিয়াজুরী উপজেলার সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে- এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদকে অধিকতর জবাব দিহিতা মূলক, জন বান্ধব, আর্থিক ভাবে সুশৃঙ্খল ও সেবামূখী করার জন্য খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদের এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বই একটি গুরুত্বপূর্ন অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি এ উদ্যোগের সার্বিক সফলতা কামনা করছি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যান, পরিষদের সকল সদস্য এবং উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকল সরককারি কর্মকর্তা সহ সেবা প্রদানকারী সকল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(জিয়া আহমেদ সুমন)

বাণী

চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, খালিয়াজুরী, **নেত্রকোণা**

পরিকল্পনা বলতে বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মকান্ডের মধ্যে নতুন সেতু বন্ধন তৈরী করা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল রাখা । দেশের সার্বিক সামাজিক ওঅর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় ।বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়েবিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে এরমধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অন্যতম।স্থানীয় পর্যায়েও পরিকল্পনা কৌশলগত ভাবে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে।অতীতের এ ধারা বাহিকতায় উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ ও ২০১০ সালে সংশোধিত)এ দেশের উপজেলা সমূহের জন্য একটি বার্ষিক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । যেহেতু পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়েরজন্য করা হয়, সেহেতু কোন কাজগুলো কখন করা হবে তা নির্ধারন করার সুবিধার্থেপরিকল্পনা করা প্রয়োজন । পরিকল্পনা প্রণয়নের শুরুতেই নির্ধারিত দায়দায়িত্বের মধ্যে হতেকোন সময়ের জন্য কোন কাজতি অগ্রাধিকার দেয়া হবে তাসুনিদিষ্ট করে নিলে কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাওয়াযায় এবং তা থেকে জনগন উপকৃত হয় ।পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ওস্থানীয় ফলাফল অর্জনের দিকে গুরত্ব আরোপ করা এবং নিম্ন-উর্ধ্বমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় । পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা ।খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রার সাথে সামঞ্জস্য থাকে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনা পূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা খালিয়াজুরী উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় ।

উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী কার্যকর, গণতান্ত্রীক ও জবাবদিহিতা মূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক উপজেলা গর্ভান্যান্স প্রজেক্ট গ্রহন করা হয় । প্রকল্পটির মেয়াদকাল ৫ (পাচঁ বৎসর)(আগষ্ট ২০২০-জুলাই ২০২৫,UNDP,UNCDF,European Union (EU) এবং Switzerland Development ooperation (SDC) আর্থিক সহযোগীতায় প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের ৭টি জেলার ৭টি উপজেলায় (১ম পর্যায়ে ৭টি ও ২য় পর্যায়ে ৭টি),ময়মনসিংহ বিভাগে প্রকল্পের কাজ শুরু হয় । এপ্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন । স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় এবং জাতিয় পরিকল্পনা একাডেমীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাকরিত হয় । উক্ত চুক্তির আওতায় খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ,ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার,উপজেলা কৃষি অফিসার,উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার,উপজেলা শিক্ষা অফিসার , উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । পরবর্তীতে এবিষয়ে বিভিন সময়ে আরও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয় । এবং একটি পরিকল্পনা বই তৈরীর উদ্যোগ গ্রহন করা হয় । এ পরিকল্পনা বই তৈরির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যার সমাধান এবং একটি গণতান্ত্রীক কার্যকর শক্তিশালী পরিষদ গঠন ।বর্তমান সরকারের উন্নয়ন রুপকল্প ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ বিশেষ ভাবে বিবেচনায় এনে স্থানীয় জনগনের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে খালিয়াজুরী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়াস নেওয়া হয় । এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ফলে উপজেলা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে ।

(গোলাম কিবরিয়া জব্বার)

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ জনসেবা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ (উপজেলা পরিষদ আইন ২০০৯ ও সংশোধনী ২০১১) এর ধারা ৪২ এ স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০ ধারা ১৩ তে বলা হয়েছে যে,বাজেটে উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ বা খাতসমুহ পঞ্চ বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার নিরিখে করতে হবে এবং পরিকল্পনা বইয়ে অন্তর্ভুক্ত নাই এমন নতুন প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ রাখা যাবে না। আইনগত কাঠামোতে আরো সুপারিশ করা হয়েছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প, খাতভিত্তিক অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধিকতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং অর্জন করা সম্ভব এমন টার্গেট বার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকবে। এতে কর্মসূচির ইপ্সিক ফলাফল ও বাস্তবায়ন কৌশল ও উল্লেখ থাকবে।

প্রাথমিক ভাবে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। খালিয়াজুরী উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রনয়নে উপজেলা পরিষদ মুখ্য ভুমিকা পালন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটি, পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটির সহায়তায় খসড়া পঞ্চবার্ষিক উনড়বয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করেছে।প্রকল্প নির্বাচনের জন্য প্রকল্প নির্বাচন কমিটি (পিএসসি) দায়িত্ব পালন করেছে । পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০ হতে ২০২৩-২৪) প্রনয়ন জুলাই'১৯ হতে শুরু হয়ে বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া অনুসরন করে ডিসেম্বর '১৯ এ খসড়া উপজেলা পরিষদে অনুমোদিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অনেকগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে যেমনঃ উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত, বাজেটের সারসংক্ষেপ, পরিস্থিতি বিশ্লেষন, রূপকল্প ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত আছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ফরম্যাট ও পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা। উপজেলার মানচিত্র, আর্থসামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একনজরে উপজেলা সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকে উপজেলার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে উপজেলাসমূহ তাদের রূপকল্প, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকসহ প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে। এটি উপজেলাসমূহকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থের দিক, দুর্বলতার দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সহায়তা করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদ, এনবিডি এবং ইউনিয়ন সমূহের সমন্বয়ের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে উন্নয়ন বরাদ্দকে চিহ্নিত করা হয়েছে। উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম গুলোর মধ্যে কোন দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা

পরিষদ রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করেছে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সমর্থ হবে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আলোকে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলার জনগনের জন্য অনুপ্রেরণা দায়ক কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যত চিত্র। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যেহেতু ইহা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে খালিয়াজুরীউপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাঁচটি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রতিটি লক্ষ্যের জন্য প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করা হয়েছে। উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পরিবর্তনই ফলাফল। সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ফলাফল ভিত্তিক হতে হবে। একটি ফলাফল সাধারনত ফলাফল বিবরনী দ্বারা পরিমাপযোগ্য সূচকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য সূচক নির্ধারণের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ তার আগামী পাঁচ বছরের অগ্রাধিকারসমূহ ঠিক করেছে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়ণে করেছে। এই অগ্রাধিকারসমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদী নীতি-নির্দেশনা যা উপজেলাকে পথ দেখায় উন্নয়নের কোন পথে সবচেয়ে কার্যকরী ও দক্ষতার সাথে রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষিক লক্ষ্য, এবং প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে। পরিশেষে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন ও পর্যালোচনা, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছে।

উপজেলার পরিচিতিঃ

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে খালিয়াজুরী কেন্দুয়া থানার একটি ফাড়িথানা স্থাপন করা হয়। ১৬ জুন ১৯০৬ খ্রীঃ খালিয়াজুরী পুনাঙ্গ থানায় রূপনেয়়।সপ্তম পর্যায়ে ১৯৮৩ সালে ২৮ ডিসেম্বর খালিয়াজুরীকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়ে ছিল।কথিত আছে খালিয়াজুরীতে এক সময় কামরূপের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চর্তুদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জিতারী নামক জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক অধিকৃত হলে এ অঞ্চল কমরূপের শাসনচ্যুত হয। পরবর্তীকালে খালিয়াজুরী পরগনা ভাটি অঞ্চলের অধীশ্বর ঈশাখার শাসনেছিল। এ ভাটি মহাল তৎকালে সরকার বাজুহা জলকর মহালের অর্ন্তগত ছিল। ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর এ পরগনা তার পরিষদ মজলিশদের হস্তগত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ পরগনা মজলিশদের হাত থেকে হোমবংশীয়দের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা বন্দোবস্তের সময় এ পরগনা রামশংকর চৌধুরী, জয় প্রসাদ চৌধুরী, অনুপ নারায়ণ চৌধুরী, মহনরায় চৌধুরী, মানিকরাম চৌধুরী, আবুওয়াল্লা চৌধুরী, মুহাম্মদ গহুর, মুহাম্মদ বুশন ও মুহম্মদ রঞ্জি এই কয়জন এ পরগনার মালিক ছিল।

১২০৪ বঙ্গাব্দে মালিকগন ঋণগস্থ হয়ে পরগনার আট আনা হিস্যা খাজে ওয়াসাল নামক এক আম্মানীর কাছে ৫০০১/- টাকায় বিক্রি করে দেয়। বাকী আট আনা খাজে ওয়াসীলের কাছেই ৯বছর মেয়াদে ইজারা পত্তন দেয়। ১২১৫ বঙ্গাব্দে মালিকগন এই আট আনা জমিদারী ধানকুড়ার রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রামের কাছে বিক্রি করেদেয়। আম্মানী খাজে ওয়াসিলের মৃত্যুর পর তার দু’

কন্যা আট আনা জমিদারীর মালিক হয়। এই কন্যাদ্বয়ের এক কন্যা চার আনা অংশ করটিয়া জমিদার সায়াদত আলী খাঁ-র নিকট ২২০০০/- টাকায় বিক্রি করে। অন্য কন্যার অংশ রামকৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ রায়ের উত্তরাধিকারী গিরিশ ও গোবিন্দ বাবুর কাছে ৩২০০০/- টাকায় বিক্রি করেদেয়। এভাবে ধানকুড়ার জমিদারগন খালিয়াজুরী পরগনার ১২ আনা ও কয়টিয়ার জমিদার চার আনা জমিদারীর মালিক ছিল।

ভৌগলিক পরিচিতিঃ

২৪-৪১ ´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৯১-০৪ ´ পূর্বদ্রাঘি মাংশে খালিয়াজুরী উপজেলা।এর উত্তরে মোহনগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলা, পশ্চিমে মদন উপজেলা ও পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলা।

দর্শনীয় স্থানঃ

- পাচঁহাট মাঠ
- পাচঁহাট জামে মসজিদ
- খণকা সাহেবের মাজার
- ছেলো নদী

উপজেলার মানচিত্রঃ

চিত্রঃ খালিয়াজুরী উপজেলার মানচিত্র

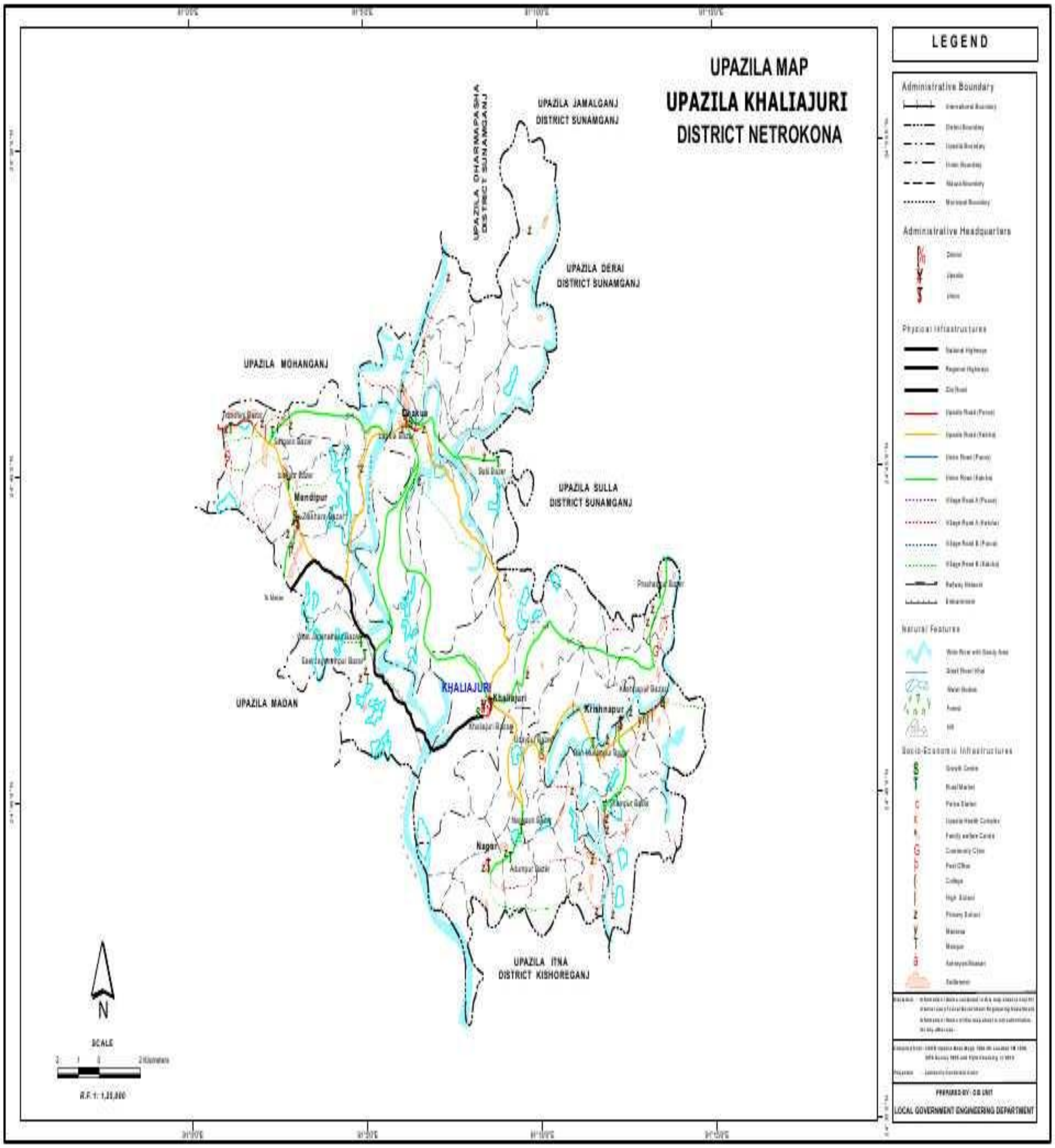

খালিয়াজুরী উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ক এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতি বছর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে যাচাই করে দেখতে হবে যে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের পরে তথ্য-উপাত্তের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি না এবং হলে তা হালনাগাদ করতে হবে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নে তথ্য ও উপাত্তের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো উপজেলা পরিষদ, উপজেলার বিভিন্ন বিভাগ ও ইউনিয়ন, আদমশুমারি ২০১১, জেলা পরিসংখ্যান ২০১১। উপজেলার বিভিন্ন বিভাগের তথ্য তাদের সংশিষ্ট উপজেলা অফিস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। কারন উপজেলা পরিষদে বিভাগসমূহের নবায়নকৃত তথ্য উপাত্ত থাকে না। এমনকি বিভাগসমূহেও অনেক সময় তথ্য উপাত্ত নবায়ন করা হয় না তাই আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের সময় এই পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখতে হবেএবং সংস্লিষ্ট বিভাগের সর্বশেষ তথ্যই সংগ্রহ করতে হবে। এসডিজির বিভিন্ন সূচকে খালিয়াজুরীরঅবস্থান সম্পর্কিত তথ্য বার্ষিক পরিকল্পনা এ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিন্মের সারনীতে উপজেলার বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত প্রদান করা হয়েছে।

খালিয়াজুরী উপজেলা আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপজেলা অনেক পিছিয়ে রয়েছে। উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে উপস্থিতির হার মাত্র ৭৫ শতাংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই হার ৮০ শতাংশ। মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ঝরে পরার হার (২৭%) অনেক ভাবে বেশি। খালিয়াজুরী উপজেলার স্বাক্ষরতার হার মাত্র ২৬.৭ যা উপজেলার সার্বিক উনড়বয়নের অন্যতম বাধা। স্বাস্থ্য খাতে দেখা শিশু মৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার এখনো অনেক বেশি। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলা অনেক এগিয়ে রয়েছে যদিও এখনো শতভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও নিরাপদ খাবার পানির ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। উপজেলার সড়কের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, উপজেলার ৩৩৪ কিলোমিটারের মত সড়ক এখনো কাঁচা রয়েছে।

ছক ১:খালিয়াজুরী উপজেলার আর্থ-সামাজিক তথ্য ও উপাত্ত

তথ্যের শ্রেণী	বিবরণ	একক	সংখ্যা	তথ্যসূত্র
প্রশাসনিক তথ্য	আয়তন	বর্গ কিমি	২৯৭.৬৪	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৬	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	গ্রাম	সংখ্যা	৬৮	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	মৌজা	সংখ্যা	৬৭	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৫৪	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জেলা সদর হতে দূরত্ব	কিমি	৫৫ কিমি	
	উপজেলা ঘোষণার সাল	সন	১৯৮৩	
জন সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য	জনসংখ্যা	সংখ্যা	৯৪,৬৬০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	পুরুষ	সংখ্যা	৪৯,৮৩৫	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	নারী	সংখ্যা	৪৪,৮২৫	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	খানা/ পরিবার	সংখ্যা	২০,১৯৩	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	শতকরা	১.৪১%	
	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি)	সংখ্যা	৩২০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	মুসলিম	সংখ্যা	৫০,৬০০	জেলা আদমশুমারি ২০১১
	হিন্দু	সংখ্যা	৩০,৬৫৪	জেলা আদমশুমারি ২০১১

গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৫৭	উপজেলা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	১২	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	কলেজ	সংখ্যা	০২	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	মাদ্রাসা (দাখিল+ এবতেদায়ী)	সংখ্যা	০৩	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	১০	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	ইউনিয়ন হেলথ সেন্টার/ উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সংখ্যা	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সংখ্যা	১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ২০১৯
	হাট-বাজার	সংখ্যা	১২	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ব্যাংকের শাখা	সংখ্যা	৩	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	এনজিও	সংখ্যা	৮	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	ডাকঘর	সংখ্যা	১	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মসজিদ	সংখ্যা	৪৫	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	মন্দির	সংখ্যা	২০	উপজেলা পরিষদ, ২০১৯
	আশ্রয়ণ/আবাসন	সংখ্যা	০১	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	মোট সড়ক	সংখ্যা	৮৬১	সড়ক ও জনপদ
	মোট সড়কের দৈর্ঘ্য	কিমি	৪২৮.০০	এলজিইডি, ২০১৯
	কাঁচা সড়ক	কিমি	৩৩৪.০০	এলজিইডি, ২০১৯
	পাকা সড়ক	কিমি	৯৭.০০	এলজিইডি, ২০১৯
	এইচবিবি সড়ক	কিমি	২.৫০	এলজিইডি, ২০১৯
প্রাকৃতিক সম্পদ	নদী	সংখ্যা	০২	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
	খাল	সংখ্যা	১৫	উপজেলা ভূমি অফিস, ২০১৯
শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য	স্বাক্ষরতার হার	শতকরা		জেলা আদমশুমারি ২০১১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	শতকরা	৯৭.৩৩%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	শতকরা	১৬.২৩%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	শতকরা	৮৭.৩৫%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	২৯০ জন	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা	জন	১৭১৫৪ জন	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	এন জি ও বিদ্যালয়	সংখ্যা	৬৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	কিন্ডারগার্টেন	সংখ্যা	০৭	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	পি এস সি পরীক্ষার পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	৯৫.৪৯%	উপজেলা প্রা শিক্ষা অফিস, ২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	শতকরা	৯০	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পড়ার হার	শতকরা	১৫	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার	শতকরা	৭৫	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংখ্যা	জন	১৫২	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	জন	৪৮০০	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত	অনুপাত	১:৩২	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	১০০%	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯

	জেডিসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৮)	শতকরা	১০০%	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা	১০০%	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
	এইচএসসি পরীক্ষায় পাশের হার (শিক্ষাবর্ষ ২০১৯)	শতকরা	১০০%	উপজেলা মা: শিক্ষা অফিস,২০১৯
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	সংখ্যা	০১, শয্যা সংখ্যা-৩১	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
	কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	১০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	৩.১%	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	অতি কম ওজনের শিশুর হার	শতকরা	০.২%	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	০-৫ বছরএর কম বয়সীশিশু মৃত্যুর হার	শতকরা	৫.৫%	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	নবজাতকের মৃত্যুও হার(০-২৮ দিন)	শতকরা	০.১৭৫%	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা (২০১৯ সন)	জন	১৪২	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত রোগীর সংখ্যা (২০১৯ সন)	জন	৪২২২৫	উপজেলা প প কার্যালয়, ২০১৯
	ইউনিয়ন ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে আগত রোগীর সংখ্যা (২০১৯ সন)	জন	৬২২০	উপজেলা স্বাস্থ্যও প প কার্যালয়, ২০১৯
	কমিউনি টিক্লিনিকে আগত রোগীর সংখ্যা (২০১৯ সন)	জন	৪৬৩২০	উপজেলা স্বাস্থ্যও প প কার্যালয়, ২০১৯
	টিকা গ্রহণ কারীশিশুর সংখ্যা (২০১৯ সন)		২৬৭৫	উপজেলা স্বাস্থ্যও প প কার্যালয়, ২০১৯
জনস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	১৫০৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ টয়লেট ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৮	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	১২৮৮৯	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	ফ্লাশ নয়, ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	৬৮.৪২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের সংখ্যা	জন	৪৪৪২	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	উন্মুক্তস্থানে মলত্যাগ করে এরকম পরিবারের হার	শতকরা	২৩.৫৮	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার	জন	১২০০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবারের হার	শতকরা	৬৩.৭	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬

বিদ্যুৎ ব্যবহার বিষয়ক তথ্য	বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী পরিবার	শতকরা	১০০%	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ২০১৯
কৃষি উৎপাদন বিষয়ক তথ্য	উপজেলার মোট কৃষি ব্লকের সংখ্যা	সংখ্যা	১৮	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	বিসিআইসি সার ডিলারের সংখ্যা	সংখ্যা	০৬	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	খুচরা সার ডিলারের সংখ্যা	সংখ্যা	৩৮	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	বীজ ডিলারের সংখ্যা	সংখ্যা	২২	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	কীটনাশক ডিলারের সংখ্যা	সংখ্যা	৪০	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	খাদ্যশস্য চাহিদা (বার্ষিক)	মে.ট.	১৭৩৩৯ মে.ট.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	খাদ্যশস্য উৎপাদন (বার্ষিক)	মে.ট.	৮৬৫০৪ মে.ট.	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা	সংখ্যা	২৫২৪৭	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	মোট আবাদযোগ্য জমি	হেক্টর	২৫৫০০ হে:	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	আবাদি জমি(আবাদের অধীন আছে এমন)	হেক্টর	২৪৪৫০ হে:	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	স্থায়ী পতিত (আবাদযোগ্য কিন্তু আবাদে যায় নাই)	হেক্টর	১০৫০ হেক্টর	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	সাময়িক পতিত (মৌসুম ভিত্তিক পতিত)	হেক্টর	৫০ হেক্টর	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	জলাশায় (বাৎসরিকভাবে পানির নিচে থাকে)	হেক্টর	১২০০ হেক্টর	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	স্থায়ী ফল বাগান	হেক্টর	৩ হেক্টর	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	বাড়ি,ঘর,রাস্তা,অবকাঠামো ও অন্যান্য স্থাপনা	হেক্টর	২০০০ হেক্টর	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
	উপজেলার মোট জমি	হেক্টর	৩০৩৫৩ হে:	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার দপ্তর
কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্য	কর্মক্ষম জনসংখ্যা	জন	৫০,০০০	এসডিজি, বিশ্বব্যাংক, ২০১৬
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৮৫	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	কার্যকর সমবায় সমিতি	সংখ্যা	৮৫	উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ২০১৯
	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			
	উপজেলা সমবায় কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	৭৫	উপজেলা সমবায় কার্যালয় ২০১৯
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	২৩৫	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় (২০১৮-১৯)
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় (২০১৮-১৯)	জন	২০০	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় (২০১৮-১৯)
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত জনগণ				
	ভিজিডি	জন	৬৭২৫	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০১৯
	মাতৃত্বকালীন ভাতা	জন	১১১০	উপজেলা ম বি ক কার্যালয়, ২০১৯
	বয়স্ক ভাতা	জন	৪৫৮২	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা	জন	২৪৭৮	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	জন	১৬৭৭	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯
	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	জন	২৬	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯

<table>
<tr><td></td><td>মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা</td><td>জন</td><td>১৮৬</td><td>উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯</td></tr>
<tr><td colspan="5">২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারি দপ্তর হতে প্রদানকৃত ক্ষুদ্রঋণের পরিমান</td></tr>
<tr><td></td><td>উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়</td><td>জন/টাকা</td><td>৪৩/৬,০০০০০০/-</td><td>উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯</td></tr>
<tr><td></td><td>উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়</td><td>জন/টাকা</td><td>৩০/২,৭৯,০০০</td><td>উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়, ২০১৯</td></tr>
<tr><td></td><td>উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়</td><td>জন/টাকা</td><td></td><td>উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়, ২০১৯</td></tr>
<tr><td></td><td>উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়</td><td>জন/টাকা</td><td>৯০০০০০</td><td>উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ২০১৯</td></tr>
<tr><td colspan="5">মৎস্য বিষয়ক তথ্য</td></tr>
<tr><td colspan="2">উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনঃ ১৯০৬৬.১০ মেট্রিক টন
পুকুরে মৎস্য উৎপাদন ঃ ৩১৮.৫৫ মেট্রিক টন (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)</td><td colspan="3">মৎস্য চাষির সংখ্যাঃ ৪০৪ জন (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)</td></tr>
<tr><td colspan="2">নিবন্ধনকৃত জেলের সংখ্যাঃ ১৫০০ জন</td><td colspan="3">পুকুরের সংখ্যাঃ ৪০৪ টি</td></tr>
<tr><td colspan="5">প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য</td></tr>
<tr><td>মাংস উৎপাদন-০.১০১লক্ষ মে. টন (২০১৯-২০২০অর্থবছর)</td><td colspan="2">দুধ উৎপাদন-০.১২৮লক্ষ মে.টন (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)</td><td colspan="2">ডিম উৎপাদন-৩.৮০ কোটি (২০১৯-২০২০ অর্থবছর)</td></tr>
<tr><td>গবাদিপশুর খামার-৩১টি</td><td colspan="2">ব্রয়লার মুরগীর খামার-৪টি</td><td colspan="2">হাঁসের খামার-১৯টি</td></tr>
</table>

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে উপজেলার 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন'। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমনভাবে করতে হবে যাতে সম্ভাব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণগুলোর সম্মিলিত বিশ্লেষণকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপজেলার মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়নঅগ্রাধিকারগুলির শনাক্তকরণও জরুরী। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলোও গুরুত্বপূর্ণ (যেমন, আগের বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে লব্দ শিক্ষা)। কোন লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে এবং কোন লক্ষ্য অর্জন করা যায়নি এবং কেন-সেটা জানতে হবে। কোন্‌উন্নয়ন উদ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন্‌ উদ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থা গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থা বাতিল করা প্রয়োজন? অর্থাৎ বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়নকার্যক্রম থেকে উপজেলা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান, কারণ, সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলি শেষে ৫ বছর পর আর কতটুকু সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করেছে। খাত ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করনের জন্য উপজেলার প্রত্যেকটি বিভাগ থেকে

খালিয়াজুরী উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটা লক্ষনীয় বিষয় হলো সকল বিভাগ থেকে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করেনি কারন সকল বিভাগ উপজেলার কাজে সমান ভূমিকা রাখে না, তাই সকল বিভাগের সমস্যা চিহ্নিতকরণ সমান ভাবে প্রতিফলিত হয় না।

খালিয়াজুরী উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণে আর্থ-সামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারণ অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে শিক্ষা খাতে বিশেষত মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ঝরে পরার হর বেশি। বাল্যবিবাহ, মাদক, মানবপাচার, অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহণে উন্নত পরিবেশ ও উপকরনের সংকট তার অন্যতম প্রধান কারণ। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ, বাল্য বিয়ে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রী বান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতির হার আশানুরূপ নয়। জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগাযোগ খাতে বড় সড়ক উন্নয়ননের জন্য বরাদ্দ প্রদান করে এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগকারি সড়ক, গাইড ওয়াল, কার্লভাট ও ড্রেন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভৌগলিক ভাবে দুর্গম হওয়ায় খালিয়াজুরী উপজেলার অনেক এলাকা এখনো সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে আসেনি। তাই খালিয়াজুরী উপজেলা তার সীমিত অর্থ দিয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমগ্র উপজেলা ব্যাপি ফ্ল্যাট সলিং, এইচবিবি সড়ক নির্মাণের সুপারিশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলার সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহের অবকাঠামো ও উপকরণের অপ্রতুলতার কারণে কারনে আগত রোগীদের মান সম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভবপর হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল।

এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করেছে। উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়নকালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২৪ এর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কে অনুসরণ করেছে এবং অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা সমাধানে করণীয় বিয়য়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং এই অর্থবছরে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করেছে।

ছক ২ খালিয়াজুরী উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সামপ্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম/ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ	কারণ			
প্রাণিসম্পদ	দুধ মাংস ও ডিম উৎপাদনে পশু পালনকারী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে	কৃষ্ণপুর গাজীপুর খালিয়াজুরি সদর মেন্দিপুর নগর	১।২৫০০ গরু আক্রান্ত ২।দৈনিক ২০০০লি.দুধ উৎপাদন কম ৩।দৈনিক	১।খাবারের উৎসের সমস্যা ২।পশু পালন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভার	১। LDDP ২। NATP ৩।আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ	১।২৫০০ গরু আক্রান্ত ২।দৈনিক ২০০০লি.দুধ উৎপাদন কম ৩।দৈনিক	১।উন্নত জাতের ঘাসচাষ ও সরঞ্জাম প্রদান ২।পশু পালন ব্যবস্থাপণা,উন্ন

		চাকুয়া	৬.৬টন মাংস উৎপাদন কম ৪।দৈনিক ১০০০টি ডিম উৎপাদন কম হয়।		৪।পিপিআর রোগ নিমূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প ৫।জনস্বাস্থ সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প।	৬.৬টন মাংস উৎপাদন কম ৪।দৈনিক ১০০০টি ডিম উৎপাদন কম হয়।	ত প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক প্রশিক্ষন (৬টি ইউনিয়নে ৩০০ জনকে)
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা	স্থানীয় লোকজন দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে ।	সকল ইউনিয়ন	২৫০১০	ভাতা গৃহিতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভাতা পাচ্ছে না।	সরকার কর্তৃক প্রতিবছর প্রায় ১০০০ জনকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।		ভাতা বঞ্চিতদের ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।
পরিবার পরিকল্পনা	মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার বেশী	নগর ও গাজীপুর ইউনিয়ন	১৭৫	১। অপ্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী ২। গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমূহে সরঞ্জামের অভার ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত নার্স এর অভাব ৫। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান মায়েদের অভাব	-দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন -প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরন -বাল্য বিয়ের কুফল, ছোট পরিবারের সফল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিত করণ কর্মশালা সম্পাদন।	৩০০০ মা এখনো ঝুকিতে	১। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী প্রোগ্রাম,প্রসব উত্তর পরিবার পরিকল্পনা পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম (প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন) ২। বাল্য বিবাহ রোধে ধধিৎবহবংং ঢ়ৎড়মৎধস ৩। ইউনিয়ন অফিসে সরঞ্জাম প্রদান ৪। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম(৫০ জন)

মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র ,বিধবা, প্রতিবন্ধি,তালাকপ্রাপ্ত,স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ৫৪০০ জন নারী	১। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিতে পারে না। ২। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং শিক্ষার অভাব রয়েছে। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জনবল সহ অবকাঠামো ও আসবাবপত্রের সমস্যা রয়েছে। ৪। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভাব।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত "উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ণ (আইজিএ) প্রকল্প " এর মাধ্যমে প্রতিবছর ২০০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	৪৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।	১। ৪৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়বর্ধক প্রক্ষিণের ব্রবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ ভবন অবকাঠামো নির্মাণ , সরঞ্জামাদি ও আসবাব পত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলাদের প্রক্ষিণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল গর্ভবতি মহিলা নিরাপদ প্রসবপুর্ব ও প্রসবপরবর্তি সেবা ও নিরাপদ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার আওতায় আসে না এবং সকল গর্ভবতী মহিলার একটি উপজেলা ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার নেই।	উপজেলার সকল কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্স।	গড়ে প্রতিবছর ৩৫০০ জন গর্ভবতী মহিলা।	১. সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও তথ্য আদান প্রদানের অভাব। ২.বাড়ী থেকে সেবা কেন্দ্রের দুরুত্ব। ৩. দাই দ্বারা অনিরাপদ প্রসব। ৩. CSBA/Midwife দ্বারা বাড়ীতে প্রসব। ।	এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম চলমান নেই।	১. সমন্বিত কোন তথ্য ভান্ডার থাকবে না। ২. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বারবে না।	১. মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান। ২. সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে জরিপ করে চাহিদা অনুযায়ী জনবল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করতে হবে।
	উপজেলার বিভিন্ন	সকল	প্রায় এক লক্ষ	১. ফার্মাসিস্ট	নেই	১. ঔষদ	১. সকল ঔষদের

	অননুমদিত ফার্মসীর মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধের অপ্রয়োজনীয় যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে।	অননুমোদিত ফার্মেসী ও ফার্মাসিস্ট বিহীন ফার্মেসী।	লোক।	নেই। ২. রেজিস্টার্ড ডাক্তারে প্রসক্রিপশন ছাড়া ঔষদ বিক্রয় করে। ৩. নিম্নমানের ঔষদ কোম্পানির ঔষদ বেশি লাবের আশায় বিক্র্য করে।		গ্রহণজনিত খরচ/জটিলতা পার্শপ্রতিক্রিয়া প্রতিরোধী বাড়বে।	দোকান রেজিস্ট্রেশান বাধ্যতামূলক ও হালনাগাদ করতে হবে।
সমবায় কার্যালয়, খালিয়াজুরী	সমবায়ের মাধ্যমে খালিয়াজুরী উপজেলায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আশানুরূপ নয়।	সমগ্র খালিয়াজুরী উপজেলা	৮৫ টা সমিতির সক্রিয় আছে ৮৫	১. স্থানীয় জনগনের সমিতি ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। ২. সমিতির অফিসের সরঞ্জাম না থাকা।	সমিতি নিবন্ধন বাৎসরিক অডিট সমিতি পরিদর্শন, পরিচর্জা, ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ।	জনগণকে উদ্ভুদ্ধ করে সমবায় সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলা হবে।	সমিতি ব্যবস্থাপনার উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমিতি গুলোকে আরো সক্রিয় করা।
কৃষি	স্বল্প কৃষিজ ফলন	উপজেলা সকল ইউনিয়ন পরিষদ।	প্রায় ৮৯ টি হাওড় , নদী,নালা ও বিল	জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক খাল , বিল ও হাওড় খনন না করায় এবং খাল,বিল ও হাওড় গুলো ভরা হয়ে গেছে।	১। কৃষি বিভাগ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শষ্য বহুমুখী করন বিষয়ে প্রতিবছর ১০০জন ও পাচঁবছরে ৫০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ১। কৃষি বিভাগ প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন(সার , বীজ)	একই ধারা বিদ্যামান থাকবে	সুপারিশ উপজেলা পরিষদ ২০টি ভরাট হয়ে যাওয়া খাল,বিল ও হাওড় খনন করতে পারে ।
সড়ক ও যোগযোগ	ইউনিয়ন ও গ্রাম থেকে জনগণ বাজার, স্কুল ও উপজেলা সদরজেলা সদরের সাথে যাতায়েত করতে পারে না।	খালিয়জুরী ইউনিয়ন	উপজেলা সড়ক মোটসড়কেরসংখ্যা 130 টি মোটরাস্তা- 428 কিলোমিটার পাকা 97 কিলো. মি কাচাঁ 334 কিলোমিটার	ভারী মালবাহীট্রাক চলাচলে রাস্থা দূত নষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে ইউনিয়নেরপাকা রাস্তা গুলোর বেহাল অবস্থা গ্রামীণ কাচাঁ রাস্থা গুলো বন্যার সময় ডুবে যায়।	ব্রীজ কালভাট নির্মাণ 4 (এলজিডি প্রকল্প বাস্তবায়ণ অফিস, জেলা পরিষদ এবং সংসদ সদস্য প্রকল্প থেকে) এলজিডি এর আওতায় মোট	১।উপজেলার পাকারাস্তারগুলোরসংস্কার ২। 5 কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের আওতায় আনা হবে ৩।ব্রিজ/ কালভার্ট 2.50 মিটার	কাচা রাস্তা ব্রিকস লিং করা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ২ কিলোমিটারইউনিয়ন সড়কও 40 কিলোমিটারগ্রামীন সড়ক

					কাচাঁ ও পাকা রাস্তার সংস্কার 5	নির্মাণ করা হবে।	
মাধ্যমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিবেদনে অধিক ঝরে পড়ার হার	সমগ্র উপজেলা	১২টি বিদ্যালয়ে ৪৮০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার ১৫% ও ০৩টি মাদ্রাসায় ৫৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার ১৩%	১। দারিদ্রতা ২। বাল্য বিবাহ ৩। শিশুশ্রম	অত্র উপজেলায় উপবৃত্তির শতকরা হার ১০০%। বাল্য বিবাহ রোধে ব্যাপক প্রচারণা ও মনিটরিং চলমান	ঝরে পড়ার হার ১৫%	১। বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন (১৪০) ২। মাদক বিরোধী সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন (১৪২)
প্রাথমিক শিক্ষা	স্কুলে শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধার অভাব ও উপস্থিতির হার কম	সমগ্র উপজেলা	১। ২৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ স্বল্পতা রয়েছে ৩০০ জোড়া। ২। ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। ৩। ২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। ৪। ৫ টি বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার করা প্রয়োজন। ৫। ৮ টি বিদ্যালয়ে শ্রেনি কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে।	১। বেঞ্চ স্বল্পতা। ২। মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। ৩। টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গেছে। ৪। সচেতনতার অভাব। ৫। শ্রেনি কক্ষগুলো ব্যবহার অনুযোগী হয়ে গেছে।	১। এনবিআইডিএন এনজিপিএস প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে। ২। পিইডিপি-৪ প্রকল্পের আওতায় ১৪ টি বিদ্যালয়ে শ্রেনি কক্ষ নির্মান কাজ শুরু হয়েছে। ৩। ৩ টি বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান কাজ শুরু হয়েছে।	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ স্বল্পতা রযেছে ৩০০ জোড়া। ২। বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। ৩। বিদ্যালয়ে খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। ৪। বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার করা প্রয়োজন। ৫। বিদ্যালয়ে শ্রেনি কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে।	১। উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে বিদ্যালয়ে বেঞ্চ প্রদান। ২। নলকূপ সরবরাহ করা। ৩। খেলার মাঠ সংস্কার করা। ৪। অতিরিক্ত শ্রেনি কক্ষ নির্মান।
জনস্বাস্থ্য	মানুষের বিশুদ্ধ খাবার পানি	খালিয়াজুরি উপজেলা	১০০০০ পরিবার	সুপেয় পানির অভাব	সমগ্র দেশে নিরাপদ পারি সরবারহ প্রকল্প, হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে	৬০০০ পরিবারে সুপেয় পানির অভাব	অবশিষ্ট পরিবারের মাঝে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা

	স্যানিটারি লেট্রিন ব্যবহার না করায় রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে	খালিয়াজুরি উপজেলা	মোট জনসংখ্যার ৫০%	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব্ এবং সচেতনতার অভাব	সকলকে স্যানিটেশনের আওতায় আনতে ,হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে	মোট জনসংখ্যার ৪০%	স্যানিটারি লেট্রিন ব্যবহার প্রশিক্ষণ,লেট্রিন নির্মান

বাজেটের সার-সংক্ষেপ

সম্পদের চিত্রায়ন উপজেলা পরিষদের জন্য পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বা বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি চর্চা। কেননা উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমুদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০%। এই প্রক্রিয়াবিভিন্ন উৎস থেকে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। এতে এক বছরের উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত হবে যেগুলোর অর্থ যোগান উপজেলার নিম্নোক্ত উৎস থেকে আসার কথাঃ

১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২) বিশেষ অনুদান

৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ

৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ, যা মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় এবং/অথবা হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।

৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

৬) সংসদ সদস্য

এই উৎস গুলোর ভেতর হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের তথ্য প্রাপ্তি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহ নিজ-নিজ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও আঞ্চলিক অফিস গুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে উপজেলাতে কোন্ ধরনের উন্নয়ন কাজ হচ্ছে এবং কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নেয়া হবে সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এগুলোর বাৎসরিক প্রাক্কলন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সারা বছর ব্যাপী রাখবে উচিত। উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম গুলো কি কি- তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদসমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সম্পদ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রক্ষেপণের জন্য নিম্নোক্ত 'সম্পদ চিহ্নিত করণের সার সংক্ষেপ' (সারণি) ব্যবহার করতে পারে।

বিবরণ		বিগত বছরের বাজেট (২০১৮-২০১৯)	চলতি বছরে বাজেট (২০১৯-২০২০)	পাঁচ বছরের সম্ভাব্য বাজেট (২০২০-২০২৪)
(অংশ -১)	রাজস্ব হিসাব / প্রাপ্তি	-	-	-
	রাজস্ব	৩৪,৩৪,৭৮০/-	৩৬,৫১,২৪৮/-	৫৬,৯৯,০০০/-
	মঞ্জুরি	-	-	-
	মোটা আয়	৩৪,৩৪,৭৮০/-	৩৬,৫১,২৪৮/-	৫৬,৯৯,০০০/-
	রাজস্বব্যায়	৩৩,৪৯,৭৮০/-	৩৫,৩৯,২৮০/-	৫০,০০,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত / ঘাটতি (অ)	৮৫,০০০০/-	১,১২,০০০/-	৬,৯৯,০০০/-
(অংশ -২)	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান	৯৮,৩৯,০০০/-	১,০৮,১০,০০০/-	১,২১,৯৭,০০০/-
	মোট (ই)	৯৮,৩৯,০০০/-	১,০৮,১০,০০০/-	১,২১,৯৭,০০০/-
	মোট সম্পদ (অ+ই)	৯৯,১৪।০০০/-	১,০৯,২২,০০০/-	১,২৮,৯৬,০০০/-
	উন্নয়ন হিসাব থেকে ব্যয়	৯৮,২৯,০০০/-	১,০৭,২৫,০০০/-	১,২৮,০০,০০০/-
	মোট বাজেট উদ্বৃত	৮৫,০০০/-	১,৯৭,০০০/-	৯৬,০০০/-
	বিগত বছরের জের (০১জুলাই)	-		
	সমাপনী জের	৮৫,০০০/-	১,৯৭,০০০/-	৯৬,০০০/-

ছক ৩: উপজেলার সম্পদ চিহ্নিত করণের একটি সারসংক্ষেপ

উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের (এডিপি) আওতায় প্রাপ্ত বরাদ্দ এবং স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদের উপর উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলাতে উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য প্রাপ্ত সকল সম্পদ বিবেচনা করার মাধ্যমে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ উপজেলায় বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন মূলক প্রচেষ্টা সমূহের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রম গুলোর মধ্যে কোন্ দ্বৈত্বতা থাকলে তা পরিহার করতে পারে। এভাবে উপজেলা পরিষদ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে উন্নয়ন তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারে যা পরবর্তীতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফলাফল এবং প্রভাব নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

উন্নয়নের ফলাফলকে সর্বাধিক করতে এবং উপজেলা স্তরে সীমিত সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপজেলা পরিষদ উপজেলাস্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের সাথে উত্তম সমন্বয় ও সহযোগিতা এমনভাবে নিশ্চিত করবে

যেন বিভিন্ন প্রকল্প/পরিকল্পনার মধ্যে পরিপূরকতা ও সাযুজ্য (Sznergy) তৈরি করা যায়। উপজেলা পরিষদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে উপজেলার ভেতর চলমান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম গুলো কি- তা না বুঝে উপজেলা পরিষদ একটি সমন্বিত বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবে না বা অন্যদিকে উপজেলার উন্নয়নে তার সীমিত সম্পদ সমূহের দক্ষ ব্যবহারও নিশ্চিত করতে পারবে না।

প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ তার বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম হালনাগাদ করবে এতে করে উপজেলা পরিষদ সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বৈত্বতা পরিহার করতে পারে এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুলোতে চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে যদি পার্থক্য থেকে থাকে তাও সনাক্ত করতে পারবে। এভাবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ খাতে বরাদ্দ প্রাধান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করতে পারবে।

খালিয়াজুরী উপজেলা তার বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়নকালে উপজেলায় ভৌগলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে যেখানে বিগত বছরের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেছে। খালিয়াজুরী উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উনড়বয়ন কার্যμম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের পদক্ষেপ বেশি। অবকাঠামোগত উন্নয়ননে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। একইভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ননে সড়ক নির্মাণ ও সংস্কারে জাতীয় সরকারের অনেক বরাদ্দ প্রদান করে।

ছক ৪ উপজেলার বিভিন্ন উৎস থেকে পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রম

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভিষ্টগোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ ও বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমাণ
প্রাণি সম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্ধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষুরা রোগ নির্মূলকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে ২০২২-২৩
প্রাণি সম্পদ	LDDP	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্ধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান
প্রাণি সম্পদ	আধুনিক প্রযুক্তিতে গরুহৃষ্টপুষ্ট করণ	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং ৫০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান
প্রাণি সম্পদ	NATP	২০১৬-১৭অর্থ বছওে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান

		হয়েছে।এই প্রকল্পে থেকে প্রতিবছর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে এবং টিকা ও কৃমিনাশক দেওয়া হচ্ছে।		
প্রাণি সম্পদ	জনস্বাস্থ সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্ধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অস্চছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছরের (পুরুষ) , ৬২ (নারী) তারা ভাতা প্রাপ্তীর যোগ্য বলে বিবেচিত। এ উপজেলায় বর্তমানে বয়স্ক ভাতা-৪৫৮২, বিধবা ভাতা-২৪৭৮ টি ও প্রতিবন্ধী ভাতা-১৬৭৭ জনকে প্রদান করা হচ্ছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী দের মধ্যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এ উপজেলায় ২৬ জনের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য এ উপজেলায় বিভিন্ন নামে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাতৃ কেন্দ্র ঋণ এর জন্য ৯০০০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূনর্বাসন কার্যক্রম এর জন্য এ উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম চালু আছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমদেও খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদন।	এ উপজেলায় ৩ টি এতিম খানায় প্রতিটি এতিম শিশুর জন্য মাসিক ২০০০ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	দলিলত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	দলিলত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতার আওতায় খালিয়াজুরী উপজেলায় ১৯ টি	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী

		ভাতা বরাদ্দ আছে।		
	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	১৮৬ জনকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে ।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
পরিবার পরিকল্পনা (ক্লিনিক)	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও উঠান বৈঠক যথাযথভাবে সম্পাদন	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী,দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মাসম্মত স্বস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে *গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা (প্রসব পূর্ব) ও প্রসব সেবা ও গর্ভোত্তর পরিচর্যা (প্রসবোত্তর) নিশ্চিত করণ *২৪/৭ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী সম্পদন * প্রসবোত্তর পারিবারিক পরিকল্পনা * আই এম সি আই (সমন্বিত শিশু স্বাস্থ্য সেবা) * নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ *শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ * কিশোর্‌ কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ * বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয় *ন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্ছিত করণ *পরিবার পরিকল্পনা নেসবা নিশ্চিত করণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।
পরিবার পরিকল্পনা (ক্লিনিক)	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের * প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে * মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে। * প্রসব পরবর্তী পিরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।
পরিবার	বাল্য বিয়ের কুফল, ছোট	সকর মহিলা, কিশোর -	উপজেলার	২০১৭ সাল হতে

পরিকল্পনা (নন-ক্লিনিক)	পরিবারের সুফল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা সম্পদন।	কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর ফলে * বাল্য বিয়ে হ্রাস পাবে। * পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে *মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে *পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞন বৃদ্ধি পাবে * প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম হ্রাস পাবে	সকল ইউনিয়ন	২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।
মৎস্য	ন্যশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম (এন এ টিপি প্রকল্প ৩)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন, বিকল্প আয়রর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	অক্টবর ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১
মৎস্য	মৎস্য জিবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	বর্ষার শুরুতে মাছের প্রজনন মৌসুমে এবং মা ইলিশ না ধরার নিষাধাজ্ঞার সময় মৎস্যজিবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মাছ ধরার সূতার ঝাকি জাল, বাইর, দাড়ি, নৌকা তৈরি ইত্যাদি সম্পৃক্তকরণ।	সমগ্র উপজেলা	চলমান
	জেলেদের বেকারত্ব	অন্য পেশা বেছে নেওয়ার মত কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ প্রয়োজন।	সমগ্র উপজেলা	চলমান
সমবায়	সরকারী সেবা	সমবায় সমিতি আইন ২০০১(সংশোধিত ২০০২ ও ১৩) বিধান মতে সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও সমবায় সমিতি নিরীক্ষা সম্পাদন। বর্তমানে নিরিক্ষাযোগ্য ৫০ টি সমবায় সমিতি নিরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন। উক্ত নিরীক্ষার বিপরীতে সরকারী রাজস্ব তহবিল আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।	সমগ্র উপজেলা	চলমান
কৃষি বিভাগ	উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	১৮,০৫,৪০১/-
	ভাসমান বেডে সবজি ও	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ১৪০ জন	সমগ্র উপজেলা	৭,৮০,০০০/-

	মসলা চাষ সম্প্রসারণ	কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদান		(২০২০-২০২৫ সাল)
	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩০ জন কৃষককে উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	৬,০০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
	কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিনামূল্যে ২০ জন কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ডাল, তেল ও মসলা বীজ বিতরন	সমগ্র উপজেলা	৪,৫০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
	এনএটিপি	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬০ জন কৃষককে নিয়ে মতবিনিময় সভা	সমগ্র উপজেলা	৭,০০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
	আবহাওয়া উন্নতকরণ পদ্ধতি	১৮০ কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	২,০০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন	ইমারজেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (EAP)	০০ টা স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	NBIDNNGPS	২ স্কুলের ভবন ইমান	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	NBIDGPS	৪ টা স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	MDSP	০ টা স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	LBC	খালিয়াজুরী বাজারে মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	IRIDP-2	০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
জনস্বাস্থ্য	হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে	১৫৬টি নলকূপ বসানোর কার্যক্রম চলতেছে	সকল ইউনিয়ন	চলমান
	সমগ্র দেশে নিরাপদ পারি সরবারহ প্রকল্প,	১৫৬টি নলকূপের কাজ শেষের দিকে	সকল ইউনিয়ন	চলমান
	আর্সেনিক ঝুকি নিরসন প্রকল্প	১৮৭টি নলকূপের কাজ হচ্ছে	সকল ইউনিয়ন	চলমান
মাধ্যমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (সেসিপ)	৩টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
	সেকেন্ডারি এডুকেশন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম(সেসিপ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণ, ভবন নির্মাণ ও বিভিন্ন ল্যাব স্থাপন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
প্রাথমিক শিক্ষা	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প এনবিআইডিএনএনজিপিএস	খালিয়াজুরী উপজেলার ১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন পুনঃ নির্মান।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর
	সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ণ প্রকল্প	খালিয়াজুরী উপজেলার ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন পুনঃ নির্মান।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর

	এনবিআইডিএনএনজিপিএস			
	পিইডিপি-৪	খালিয়াজুরী উপজেলার ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনি কক্ষ সম্প্রসাণ। ২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লক নির্মান।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর
	উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াসব্লক মেরামত/ছোট/বড়/মধ্যম মেরামত/বাউন্ডারী ওয়াল/রুটিন ম্যানটেনেন্স ও স্লিপ ইত্যাদি।	এগুলো উপজেলায় প্রতিবছরই হয়।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর
টি আর সাধারণ (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২ ৮টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ১৫,৫২,৭১৬/- টাকা
টি আর নির্বাচনী (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯ টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ১২,০০,০০০/- টাকা
কাবিখা সাধারণ (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৭ টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ২৬,৩৬,৯৭১/- টাকা
কাবিখা নির্বাচনী (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৬ টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ১৮,০০,০০০/- টাকা
ইজিপিপি	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	২১/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখ থেকে কাজ শুরু হয়ে ১৩/০১/২০২১ পর্যন্ত ৪০ দিন কাজ হয়েছে। মোট ১৫টি প্রকল্প। সার্বিক অগ্রগতি ১০০%।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ৬৫,২৮,০০০/- টাকা
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ	ভূমিহীন ও গৃহহীন ‘ক’ শ্রেণির পরিবারের জন্য ৪৪৩টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ৭,৫৭,৫৩,০০০/- টাকা

রূপকল্প

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারন করবে যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। উন্নয়নপরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় পৌছাতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্ব প্রশড়ব হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান?"।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ থেজক ২০২৩-২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে নিন্মোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৬ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বরোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

" উপজেলায় মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন।"

পঞ্চ বার্ষিকপরিকল্পনার পরিমাপ যোগ্য সূচক সহ লক্ষ্য ও ফলাফল

পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অবশ্যই সুনির্দিষ্ট হওয়া উচিত যেটি পরিকল্পনার রূপকল্প বিবরনীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করবে - যেখানে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কোথায় গুরুত্ব আরোপ করবে এবং আগামী পাঁচ বছর কোন কোন লক্ষ্যে কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে। উপজেলাসমূহ উনড়বয়নের প্রধান খাতসুমহ চিহ্নিত করবে যা রূপকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। অংশীজনের অধিকার নিশ্চিত কল্পে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তি এবং অংশ গ্রহনমূলক হওয়া উচিত।

উপজেলা পরিষদ উপজেলার বিভিন্ন খাতের পরিস্থিতি ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ৫টি খাতের উপর গুরুত্বারোপ করেছে এবং তা সবচাইতে আগে প্রাধান্য পাবে বলে মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের বিশেষতঃ ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা। এখানে উল্লেখ্য যে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপজেলার উপস্থিতির হার মাত্র ৭৫ শতাংশ। বিভিনড়ব উৎস হতে উপজেলায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, শিক্ষা খাতে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের কার্যক্রমকম বিধায় উপজেলা পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা খাতের উন্নয়নেজাতীয় সরকার অনেক বেশি বরাদ্দ প্রদান করছে। এজন্য উপজেলা পরিষদ তার আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আসবাপত্র প্রদান, ছাত্রীদের মাঝে উপকরণ প্রদান ও বিদ্যালয়ে ছাত্রীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা পরিষদের লক্ষ্য হলো, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ক্লিনিকসমূহে রোগীদের সেবা গ্রহণ নিশ্চিতকরন ও নরমাল ডেলিভারির হার বাড়ানোর মাধ্যমে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো। একই সাথে উপজেলায় স্যানিটেশন কাভারেজ বৃদ্ধি করা। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহৎ পাকা সড়ক নির্মাণ কষ্টকর বিধায় উপজেলা পরিষদ উপজেলার জনগণের যাতায়তের সুবিধার্থে বিভিন্ন পরিষেব াগুলোকে সংযোগকারী ছোট ছোট সড়ক, বড় সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে গাইড ওয়াল ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন ও কার্লভাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, উপকরণ প্রদান ও ভ্যাক্সিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেকার যুবক ও সমাজের পিছিয়ে পরা নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছক ৫। পঞ্চ বার্ষিকপরিকল্পনার খাত ওয়ারি লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও পরিমাপ যোগ্য সূচক নির্ধারণ

নং	লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	উপজেলার সকল জনগনের জন্য মানসম্বত স্বাস্থ্য সেবানিশ্চিত করা বিশেষ কওে গর্ভবতীমা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকিহ্রাস করা ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে ২০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে এবং ১ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ।	মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুও হারহ্রাস পাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী শতকরা হার বৃদ্ধি পাবে ।
২	মৎস্য চাষে আগ্রহী কওে গড়ে তোলা আত্ন-কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করা	মৎস্য	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ২০০০ জন মৎস্য জীবী/চাষীদের সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান	মৎস্য চাষে আগ্রহী হবে ,আত্ন কর্মসংস্থানের

	এবং জীবিকায়নের সাথে সাথে আমিষের চাহিদা পূরণ করা ।		। ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ১০ টি প্রদর্শনী পুকুর/খামার স্থাপন ।	মাধ্যমে স্বাবলম্বি হবে ।
৩	গবাদি প্রাণিদের দক্ষ টেকনিশিয়ান/ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা কওে সময় মত মানসম্পন্ন টিকা প্রদান কওে আত্ম কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজে লাভ বান সহ উপজেলার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মিটানো ।	প্রাণিসম্পদ	২০২৩-২০২৪ সালেরমধ্যে গবাদি প্রাণির কৃমি মুক্ত করণ ।	গবাদি প্রাণিদেও বিভিন্ন রো গ ব্যাধি থেকে রক্ষা করে আত্মকর্মসংস্থান সহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে ।
৪	কর্মসংস্থানের জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কওে হত দরিদ্রকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করা ।	মহিলা বিষয়ক দপ্তর	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ৩০০ জন হত দরিদ্রদেও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষন কর্মসূচী । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ৬০ জন মহিলাদেও আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচী । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ২৫০ জন হত দরিদ্রকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কওে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ ।	কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হত দরিদ্রের হার কমিয়ে স্বাবলম্বি করা হবে ।
৫	কর্মসংস্থানের জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে হত দরিদ্রকে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করা ।	সমাজ সেবা	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ২০০ জন হত দরিদ্রকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কওে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ ।	কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হত দরিদ্রের হার কমিয়ে স্বাবলম্বি করা হবে ।
৬	সমবায় সমিতির প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান ।	সমবায়	প্রতি বছর উপজেলার সর্বোৎকৃষ্ট তিনটি সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা ।	গমবায়ী মনোভাব সৃষ্টি করা এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে ।
৭	আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন করে কলা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে টেকসই লাভজনক কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।	কৃষি	২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ২৫ টি সরকারী /খাস বিল খনন করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা কর।	শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ২০ কিলোমিটার খাল খনন করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা ।	শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষির জন্য ৩০০ টি সেচ যন্ত্র বিতরণ ।	প্রয়োজনমত এবং পরিমানমত পানি সেচের মাধ্যমে খাদ্যশস্য/ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।

			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষির জন্য ২০০ টি বারিট পাইপ বিতরণ ।	সল্পমূল্যে চাষাবাদ ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে কৃষি জমিতে নিয়মিত এবং প্রয়োজনমত সেচ প্রদানের জন্য ৮০ টি পাঁকা সেচ নালা নির্মাণ ।	প্রয়োজনমত এবং পরিমানমত পানি সেচের ব্যবস্থা করা যাবে ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং অল্প খরচে অধিক জমি চাষাবাদ করার জন্য ৫০টি পাওয়ার টিলার বিতরণ ।	অল্পসময়ে এবং কম খরচে অধিক জমি চাষাবাদ করার সুযোগসৃষ্টি হবে ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ৫,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান ।	আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার দক্ষতা ও কলাকৌশল বৃদ্ধি পাবে ।
৯	স্থানীয় অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে জন দূর্ভোগ কমানো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপজেলার একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার সুব্যবস্থা করা ।	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন পরিসেবা ও রাস্তার সংযোগকারী ৩০ কিলোমিটার সড়ক ফ্ল্যাটস্লিং/এইচবিবি/আরসিসি/পাকাকরণ ।	খালিয়াজুরী উপজেলার ১.৩৭ লক্ষাধিক জনগনের বিভিন্ন পরিসেবার প্রবেশ গম্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং জন দূর্ভোগ হ্রাসপাবে ।
			২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ কিলোমিটার কানেকটিং সিসি রাস্তা করা ।	
			২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বাজারের রাস্তা,গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২ কিলোমিটার ড্রেননির্মাণ ।	জলাবদ্ধতা দূরহবে ।
			২০২৩-২০২৪ সালেরমধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ১৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা ।	নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
			২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যেনদী/খালের উপর ০৪ টি মাঝারি সেতু নির্মাণ ।	নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
১০	মাধ্যমিক শিক্ষায় (বিদ্যালয় , মাদরাসা , কলেজ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধ ।বৃদ্ধির মাধ্যমে আকর্ষনীয় ,আধুনিক ও আইসিটি বেইজড পাঠ দান করে আনন্দময় শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং ঝরে পরার হার কমানো ।	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , কলেজ এবং মাদরাসায় পাকা বিল্ডিং নির্মাণ ।	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যেমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পরার হার ২৫% থেকে কমিয়ে ১৫% নিয়ে আসা । মাদরাসায় ঝরে পরার হার ২৯% থেকে ১৯% নিয়ে আসা । শিক্ষা স্তর শেষ করার হার ১০ % বৃদ্ধি

				করা ।
১১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে আকর্ষনীয় পাঠদান করে আনন্দময় শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং ঝরে পরার হার কমানো ।	প্রাথমিক শিক্ষা	২০২৩-২০২৪ সালেরমধ্যে ৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরস্লিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষা উপকরন ক্রয়, রুটিন মেনটেনান্স ও ক্ষুদ্র মেরামত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে ।	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের ক্যাচম্যান এলাকার শিশুদের ১০০% ভর্তি নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষান্তর শেষ করার হার ৯৫% এর উপরে নিয়ে আসা এবং ঝরে পরার হার ৫% এর নিচে আনা ।

পরিকল্পনা ফরম্যাট

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এর উপর ভিত্তি করে উপজেলা পরিষদ তাদের রূপকল্প, পঞ্চবার্ষিক লক্ষ্য এবং পরিমাপ যোগ্য সূচক এর সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করবে। উপজেলা পরিষদের জন্য আগামী পাঁচ বছরের কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করবে। এই অগ্রাধিকার সমূহ উপজেলা উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে যা পরিকল্পনা ফরম্যাট-এ অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পরিকল্পনা ফরম্যাট মধ্যমেয়াদি নীতি-নির্দেশনা অর্জন করতে পারে। এই পরিকল্পনা ফরম্যাট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্প, স্কিম অথবা উদ্যোগকে অর্থায়ন করতে হবে তা নির্ধারণ করেছে।

এই পরিকল্পনা ফরম্যাটে খালিয়াজুরী উপজেলার আগামী পাঁচ বছরের কোন বছরে কোন কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক কার্যক্রমের জন্য আগামী পাঁচ বছরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট এবং কার্যক্রমের পরিধি আরও একটা হিসাব দেওয়া হয়েছে। এ ফরমেট থেকেই পরবর্তী বার্ষিক পরিকল্পনা গুলোতে অগ্রাধিকার দেয়া কার্যক্রম গুলো সাজানো হবে।

ছক ৬- উপজেলা পরিকল্পনা ফরম্যাট

আইডি ট্যাগ	প্রকল্প বিবরণী					অবস্থান	বাস্তবায়নসূচী						বিনিয়োগ		প্রস্তাবনার উৎস
	কর্মসূচির নাম	বিবরণ	অভিষ্ট লক্ষ্য/ পরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/নারী ,শিশু,প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান (ইউপি)	বাস্তবায়নের প্রস্তাবিত বছর					বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	প্রকল্পের প্রস্তাকারী
০১	প্রাতিষ্ঠানিক সাভাবিক	মাতৃ মৃত্যু ও শিশুমৃতু	৩০টি ক্যাম্পই	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা	স্বাস্থ্য	৬টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পারিবার পরিকল্পনা	৪ লক্ষ টাকা	এডিপ ও অন্যা	৬টি ইউনিয়ন

	ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগনের মাঝে সচেতনতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হবে	্যর হার হ্রাস পাবে	ন	ও নবজাতক								কর্মকর্তা		ন্য উপজেলা তহবিল	
০২	৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী নিশ্চিত করণ।	৪টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	উপজেলার সকল গর্ভবতী মা ও নবজাতক	স্বাস্থ্য	৪টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	৮ লক্ষ টাকা	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন
০৩	২০০০ জন মৎস্যজীবী /চাষীদের সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান	ঋণ গ্রহণ করে মৎস্য চাষ করতে পারবে এবংআত্নকর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টিহবে	২০০০ জন	২০০০ জন মৎস্যজীবি পরিবারের ১০ হাজার সদস্য	মৎস্য	০৮টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার এর দপ্তর	৫০ লক্ষ	রাজস্ব/ প্রকল্প	০৮টি ইউনিয়ন ও ইউএফও
০৪	১০টি প্রদর্শনী পুকুর/ খামার স্থাপন	মৎস্য চাষে আগ্রহীহবে এবং আত্নকর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি	১০ টি আদর্শ প্রদর্শনীপুকুর/ খামা	১০০ জন	মৎস্য	০৬টি ইউনিয়ন	১	২	২	২	৩	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার এর দপ্তর	৭ লক্ষ	রাজস্ব/ প্রকল্প	০৬ টি ইউনিয়ন

		হবে	র স্থাপন												
০৫	১৩০ কিলোমিটার খাল খনন করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা	শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা	১৩০ কিলোমিটার খাল খনন করা	২০০০০ কৃষক এবং এদের গবাদী পশু পানি খেতে পারবে ।	কৃষি	০৬ টি ইউনিয়ন	২০	৩০	৩০	৩০	২০	BADC, BWDB	২৫ কোটি	GOB	০৬ টি ইউনিয়ন খালিয়াজুরী
০৬	টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষির জন্য ৫০০ টি সেচ যন্ত্র বিতরণ	টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষি ব্যবস্থাপনা	৫০০ টি সেচ যন্ত্র বিতরণ	১০,০০০ কৃষক	কৃষি	০৬ টি ইউনিয়ন	১০০	১০০	১৫০	১০০	৫০	BADC, DAE	২১০ কোটি	GOB	০৬ টি ইউনিয়ন খালিয়াজুরী
০৭	কৃষি জমিতে নিয়মিত এবং প্রয়োজনমত সেচ প্রদানের জন্য ১০০ টি পাঁকা সেচ নালা নির্মাণ	কৃষি জমিতে নিয়মিত এবং প্রয়োজনমত সেচ প্রদান	১০০ টি পাঁকা সেচ নালা নির্মাণ	২৫০০ কৃষক	কৃষি	০৬ টি ইউনিয়ন	২০	২৫	২০	২০	১৫	BADC, DAE	৫০ লক্ষ	GOB	০৬ টি ইউনিয়ন খালিয়াজুরী
০৮	আধুনিক পদ্ধতিতে এবং অল্প খরচে অধিক জমি চাষাবাদ করার জন্য ১০০টি পাওয়ার	আধুনিক পদ্ধতিতে এবং অল্প খরচে অধিক জমি চাষাবাদ করা ।	১০০টি পাওয়ার টিলার বিতরণ	১০,০০০ কৃষক	কৃষি	০৬ টি ইউনিয়ন	২০	২০	২০	২০	২০	BADC, DAE	১২ কোটি	GOB	০৬ টি ইউনিয়ন, খালিয়াজুরী

	টিলার বিতরণ														
০৯	৫০০০ কৃষককে প্রশিক্ষণ	আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার কলা কৌশল বিষয়ক দক্ষতা সৃষ্টি	৫০০০ জন কৃষক	৫,০০০ জন কৃষক	কৃষি	০৬ টি ইউনিয়ন	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	DAE	১৫ কোটি	GOB	খালিয়াজুরী উপজেলা
১০	১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ কিলোমিটার কানেকটিং সিসি রাস্তা	স্থানীয়জনগণসহ শিক্ষার্থীদের অতিদ্রুত এবংনিরাপদে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পোঁছানোর জন্য সড়কনির্মাণ	১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের২৫ কিলোমিটার কানেকটিংসিসিরাস্তা	প্রত্যক্ষ ভাবে ৫২০০ জন শিক্ষার্থী এবংপরোক্ষ ভাবে ২.০০ লক্ষজনগণ	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	০৬টি ইউনিয়ন	২	২	২	২	২	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	২০ কোটি	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	০৬টি ইউনিয়ন
১১	বাজারের রাস্তা,গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ	সড়কের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা নিরসন	১২ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ	১.৩লক্ষ স্থানীয় অধীবাসী	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	০৬টি ইউনিয়ন	২	২	২	২	২	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	২০ কোটি	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	০৬টি ইউনিয়ন
১২	নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরার জন্য ১৮টি কালভার্ট নির্মাণকরা	নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ	১৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা	২.০০ লক্ষ স্থানীয় অধীবাসী	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	০৬টি ইউনিয়ন	৪	৪	৪	৪	৪	উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	৪০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	০৬টি ইউনিয়ন
১৩	বেঞ্চ	মাধ্যমিক													

	স্বল্পতাসমস্যায় থাকা ১০টি মাধ্যমিক বিঃ/কলেজ/ মাদরাসায় ৫০০ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ	বিদ্যালয়, কলেজ এবং মাদরাসার শ্রেণি কক্ষ সমূহে শিক্ষার্থীদের বসার সমস্যা দূর হবে।	১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,কলেজ, মাদরাসা	২৫০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা প্রকৌশলী , উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	১৫লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন
১৪	০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , কলেজ এবং মাদরাসায় পাকা বিল্ডিং নির্মাণ	০৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , কলেজএবং মাদরাসার অবকাঠামোগতউন্নয়ন	০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , কলেজএবং মাদরাসা	১৫০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১	১	১	১	১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষাপ্রকৌশলী দপ্তর	১০ কোটি	সরকারি অনুদান (উন্নয়ন প্রকল্প)	৬টি ইউনিয়ন
১৫	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাল্য বিবাহ রোধ,মাদক বিরোধী ও মাসমাবেশ ৫০ টি ।	বাল্য বিবাহ রোধ,মাদকবিরোধী সচেতনতা তৈরী ও মাস মাবেশ	০৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ,কলেজএবংমাদরাসায়৫০ টি ক্যাম্পেইন ।	১৫,১২৫ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১০	১০	১০	১০	১০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাকর্মকর্তা/ উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	০৫ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন
১৬	০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসার সাথে সংযোগ সড়ক নির্মান	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদরাসা	১৫০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১	১	১	১	১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	৫০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন

		শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি													
১৭	পাবলিক পরীক্ষা কেন্দ্র আছে কিন্তু স্থায়ী সীমানা প্রাচির নেই এরুপ ৫ টিমাধ্যমিক বিদ্যালয় , মাদরাসা,কলেজ এ বাউন্ডারী দেয়াল নির্মান	নিরাপত্তা / অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রাণির প্রবেশ রোধ করা ।	৫ টিমাধ্যমিক বিদ্যালয় , মাদরাসা,কলেজ	১৫০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১	১	১	১	১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ, শিক্ষাপ্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	১৭০ লক্ষ	সরকারিঅনুদান এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন
১৮	১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদরাসা,কলেজ এ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপন	সোলারপ্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে স্বার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ	১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদরাসা,কলেজ	৩,২০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	৩	৩	২	২	২	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	২৪ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন
১৯	১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদরাসায় মিড ডে মিল প্রথা সচল রাখার জন্য ভতুর্কি প্রদান	শিক্ষার্থী উপস্থিতি বৃদ্ধি , ক্ষুধা হীনভাবে পাঠেমনোযোগী করা ।	১৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,মাদরাসা	৪৫০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১০%	১০%	২০%	১০%	১০%	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, এসএমসি	৫ কোটি	সরকারিঅনুদান এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	৬টি ইউনিয়ন
২০	মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদরাসার	কার্যকরী পাঠদান পদ্ধতির কলা	১২টি মাধ্যমিক বিদ্যা	প্রত্যক্ষভাবে ২০০ জন শিক্ষকএবং	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	৪০	৪০	৪০	৪০	৪০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাকর্মকর্তা/	১৫ লক্ষ	এডিপি ও	৬টি ইউনিয়ন

	২০০ জন শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ	কৌশল শিখন এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি	লয়,মাদরাসা	পরোক্ত ভাবে ১০,১০০ জন শিক্ষার্থী								উপজেলা একাডেমিক গুপার ভাইজার		অন্যান্য উপজেলা তহবিল/ স্থানীয় সরকারেরউপজেলা পরিষদের প্রকল্প	
২১	উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক এর বিনামূল্যে বিতরণের বই সংরক্ষণের জন্য খালিয়াজুরী মডেল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মডেল বিল্ডিং এর নিচতলা তিনটিরুমে রুপান্তর ।	সরকারপ্রদত্ত মাধ্যমিক পর্যায়ের বিনামূল্যে বিতরণ এর বই নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ	৩টি কক্ষ	১০০০ জন শিক্ষার্থী	মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ	৬টি ইউনিয়ন	১	- -	-	-	-	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষাবিভাগ, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	১০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল/ স্থানীয় সরকারেরউপজেলা পরিষদের প্রকল্প	৬টি ইউনিয়ন
২২	প্রাথমিক শিক্ষায় স্লিপকার্যক্রম, প্রাক-প্রাথমিকশিক্ষাউপকরন ক্রয়, রুটিন মেনটেনান্স ও ক্ষুদ্র মেরামতকার্যক্রম	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি নিশ্চিত করা ।	১৭২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৬২০ জন শিক্ষার্থী	প্রাথমিক শিক্ষা	৬টি ইউনিয়ন	১	২	৩	৪	৫	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগ, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	১৬ কোটি	সরকারিঅনুদান	৬টি ইউনিয়ন
২৩	বেঞ্চ স্বল্পতা সমস্যায় থাকা ৪০	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের	৪০ টি	৬,০০০ জন	প্রাথমিক	৬টি	১	১	১	১	১	উপজেলা প্রাথমিক	২০	এডিপ	৬টি ইউনিয়ন

	টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০০ জোড়া টুল বেঞ্চ সরবরাহ	শ্রেণিকক্ষ সমূহে শিক্ষার্থীদের বসার সমস্যা দূও হবে।	প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিক্ষার্থী	শিক্ষা	ইউনিয়ন	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	শিক্ষাবিভাগ, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	লক্ষ	ও অন্যান্য উপজেলা তহবিল	
২৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়েখাবারপানিরব্যবস্থা নেই এরুপ ১০ টি বিদ্যালয়ে গভীর নলকুপ স্থাপন	শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাবার পানির ব্যাবস্থা করা।	১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫০০ জন শিক্ষার্থী	প্রাথমিক শিক্ষা	৬টি ইউনিয়ন	২	২	২	২	২	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষাবিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী	১০ লক্ষ	এডিপি ও অন্যান্য	৬টি ইউনিয়ন
২৫	বাউন্ডারী দেয়াল নেই এরুপ ৩৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী দেয়াল নির্মান	কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং বিদ্যালয়ে বিভিন্নপ্রাণির প্রবেশ রোধ করা।	৩৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫,২৫০ জন শিক্ষার্থী	প্রাথমিক শিক্ষা	৬টি ইউনিয়ন	৭	৭	৭	৭	৭	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তর (এলজিইডি)	০৭ কোটি	সরকারিঅনুদান (PEDP-4)	৬টি ইউনিয়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন এবং মূল্যায়ন

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলার উন্নয়নে একটি মৌলিক মধ্য মেয়াদী কাঠামো প্রদান করে থাকে। উপজেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষন কর্মসূচি বার্ষিক ভিত্তিতে করা বাঞ্ছনীয়। পরিবীক্ষণ কর্মসূচির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সকল কার্যক্রমে সম্পদের ব্যবহার এবং ফলাফল পরিবীক্ষন ও তদারকি পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যান

করবেন। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদকে সহায়তা প্রদান করা এবং তদারকি করে অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান করার দায়িত্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রতিবেদন এবং পরিষদের সদস্যদের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করে উপজেলা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রকল্প-বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্যাদির একটি লিখিত বিবরনীও সংরক্ষণ করবেন।

পরিবীক্ষণ হলো পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যের একটি নিয়মিত সংকলন এবং বিশেষণ যা পরিমাপক সূচকের মাধ্যমে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগত ও অর্জন তুলে ধরে। অসামঞ্জস্যতা নিরূপণ করে থাকে। টিজিপি এর সহায়তায় ইউসিএফবিপিএলআরএম বার্ষিক ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন গুলির সমন্বয় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। একটি বছরের প্রকল্প এবং কার্য-প্রনালীর প্রত্যাশিত ফলাফল অনুসারে কতটুকু কাজ হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করতে হবে। উপজেলা পরিষদ তার দায়িত্ব এবং স্বচ্ছতার অংশ হিসেবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ডিসি অফিসে পেশ করবে এবং সাথে সাথে ডিডিএলজি এর অফিসেও প্রেরণ করবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে (৩য় বছর), একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন করতে হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে। প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষনের সুপারিশের ভিত্তিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনও হতে পারে। পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবতে পারে। পুনঃ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয় গুলি থাকতে পারে তা নিন্মরূপঃ

১. বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্ভাবনা সমূহ;

২. বাস্তবায়িত প্রকল্পের ফলাফল এবং সুবিধা সমূহ;

৩. অগ্রগতির বিলম্ব এবং এর কারন;

৪. স্থানীয় জনগনের পরিস্থিতি, চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন;

৫. জরুরী প্রয়োজন, যেমন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য;

৬. বর্তমান প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার পূরণে স্থানীয় সম্পদের পর্যাপ্ততা; এবং

৭. নতুন অথবা নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করতে হবে এরূপ পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রকল্পসমূহ ।

উপজেলা পরিষদের সদস্যরা যদি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতি ক্রমে ঐক্যমতে পৌঁছায় যে সংশোধন করতে হবে, তাহলে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কালের অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হবে করতে হবে। প্রস্তাবিত সংশোধন গুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে যদিও পূর্বে অনুসৃত প্রক্রিয়া মেনে চলাই বাঞ্ছনীয়। । যদি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনতে হবে।

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শেষে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন করতে হবে যার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে প্রত্যাশিত ফলাফল (পরিবর্তন) অর্জিত হয়েছে কিনা এবং এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে কি শিক্ষা অর্জিত হলো যা পরবর্তি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন তৃতীয় পক্ষ দিয়ে করানো উচিৎ যেখানে প্রত্যাশিত ফলাফল এবং সূচক গুলি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন করা গেছে কিনা তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যায়। যদি পরিকল্পনা মাফিক অর্জন সম্ভব না হয়ে থাকে, তাহলে কোন বিষয় গুলি এর জন্য দায়ী? এতে কি শিক্ষা লাভ করা গেছে (পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা চক্রের ব্যবস্থাপনায় কোন বিষয় গুলি কাজ করছে আর কোনগুলি করছে না, যেমন প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন), প্রক্রিয়া (পরিস্থিতি বিশেষন, সম্পদের চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকার, ইত্যাদি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এইগুলি উন্নয়ন কার্যক্রম চক্রের পদ্ধতি এবং গুণগতমানের উন্নয়নে সাহায্য করবে|

ছক ৭ ঃ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ফরম্যট

<table>
<tr><td colspan="6">পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সামগ্রিক মূল্যায়নের সংক্ষিপ্ত সার (অগ্রগতি, প্রভাব, ব্যয়, সমস্যা, সমাধান, ভাল অনুশীলন, শিখন ইত্যাদি)</td></tr>
<tr><td colspan="6">১. সদ্য জাতীয় করনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাকা বিল্ডিং নির্মাণ
২. বেঞ্চ স্বল্পতাসমস্যায় থাকা ১২ টি মাধ্যমিক বিঃ/কলেজ/মাদরাসায় ১৫০০ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ
৩. নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ২০টি কালভার্ট নির্মাণ করা</td></tr>
<tr><td>ক্র.নং</td><td>পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভীষ্ট</td><td>শুরুর তারিখ/ মেয়াদ</td><td>বার্ষিকপরিকল্পনারলক্ষ্য/কার্যক্রম/পরিমাপযোগ্য সূচক অভীষ্ট</td><td>এ পর্যন্ত অর্জন (অর্জিত অভীষ্টের %)</td><td>বাজেট / এ পর্যন্ত ছাড়কৃত পরিমাণ %</td></tr>
<tr><td>১</td><td>সদ্য জাতীয় করণকৃত প্রাথমিক
বিদ্যালয় নির্মাণ</td><td>২০২০-২০২১</td><td>২টি বিদ্যালয়নির্মাণ
২টি বিদ্যালয়নির্মাণ</td><td>২০২০ : ২০%
২০২১:
২০২২:
২০২৩:</td><td>২০২০: ২৫%
২০২১:
২০২২:
২০২৩:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>২০২৪:</td><td>২০২৪:</td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয় সমূহ ঃ

১. দ্রুত এবং সিডিউলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা ।
২. কাজের গুনগতমানরক্ষার জন্য বিভিন্নপর্যবেক্ষনএবংসুপারভিশনকরা ।
৩. যথা সময়ে কাজ শেষ করার জন্য অর্থ ছাড় করার লক্ষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রোগ্রেজ রির্পোট পেশ এবং অর্থ ছাড় করার পদক্ষেপ গ্রহণ ।</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বেঞ্চ স্বল্পতা সমস্যায় থাকা ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , কলেজ এবং মাদরাসার শ্রেণিকক্ষ সমূহে শিক্ষার্থীদের

ঊসার সমস্যা দূরকরার জন্য ১৫০০ জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ</td><td>২০২০-২০২১</td><td>৩০০ জোড়া বেঞ্চসরবরাহ
৩০০ জোড়া বেঞ্চসরবরাহ
৩০০ জোড়া বেঞ্চসরবরাহ
৩০০ জোড়া বেঞ্চসরবরাহ
৩০০ জোড়া বেঞ্চসরবরাহ</td><td>২০২০ : ৭৮%
২০২১:
২০২২:
২০২৩:
২০২৪:</td><td>২০২০: ৪৫%
২০২১:
২০২২:
২০২৩:
২০২৪:</td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয় সমূহ ঃ

১. সিডিউলে উল্লেখিত বেঞ্চের মাপ এবং সাইজের প্রতিলক্ষ্য রাখার জন্য মালমাল গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ।
২. প্রতিশিক্ষা বর্ষের শেষ মাসের ৩য় সপ্তাহের মধ্যে যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ মালামাল গ্রহণ করতে পারে তার প্রয়োহণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ।</td></tr>
<tr><td>৩</td><td>নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ১৮টি কালভার্ট নির্মাণ</td><td>২০২০-২০২১</td><td>৪টি কালভার্ট নির্মাণ
৪টিকালভার্ট নির্মাণ
৪টিকালভার্ট নির্মাণ
৪টিকালভার্ট নির্মাণ
৪টিকালভার্ট নির্মাণ</td><td>২০২০ : ৪৫%
২০২১:
২০২২:
২০২৩:
২০২৪:</td><td>২০২০: ৪৫%
২০২১:
২০২২:
২০২৩:
২০২৪:</td></tr>
<tr><td colspan="6">উক্ত সময়ে উল্লেখ করার মত বিষয় সমূহ ঃ

১. দ্রুত এবং সিডিউলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করার জন্য কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সর্বদা</td></tr>
</table>

যোগাযোগ রক্ষা করা ।

২. কাজের গুনগত মান রক্ষার জন্য বিভিন্ন পর্যবেক্ষন এবং সুপার ভিশন করা ।

৩. প্রকল্পের কাজ সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের জন্য কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা।

৪. সঠিক সময়ে বাজেটের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

উপজেলা পরিষদ, ইউসিএফবিপিএলআরএম এবং টিজিপি'র সদস্যের তালিকা

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটি (ইউসিএফবিপিএল)

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ বিষয়ক উপজেলা কমিটির (ইউসিএফবিপিএলআরএম) প্রধানতম দায়িত্ব হচ্ছে উপজেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের ঘনিষ্ট সহযোগিতায় উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের (যথাঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন, রিপোর্টিং) ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্ব দেয়া। খালিয়াজুরী উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়নে এই কমিটি তাদের ভূমিকা পালন করেছে।

ছক ৮ঃ খালিয়াজুরী উপজেলার ইউসিএফবিপিএলআরএম কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	জনাব সুমন চক্রবর্তী	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও সভাপতি
০২	জনাব মো: লোকমান হেকিম	চেয়ারম্যান ইউপি ও সদস্য
০৩	জনাব আবুল কালাম আজাদ	চেয়ারম্যান ইউপি ও সদস্য
০৪	জনাব মো: ছানোয়ারুজ্জামান জোসেফ	চেয়ারম্যান ইউপি ও সদস্য
০৫	জনাব হরিধন সরকার	চেয়ারম্যান ইউপি ও সদস্য
০৬	জনাব মো নাজিম সরকার	চেয়ারম্যান ইউপি ও সদস্য
০৭	জনাব আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান ইউপি ও সদস্য
০৮	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান (উপজেলা কৃষি অফিসার)	সদস্য-সচিব

পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি)

পঞ্চবার্ষিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে ৫ থেকে ৮ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যেখানে ৩ থেকে ৬ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে এবং ১ থেকে ২ জন সদস্য এনজিও বা বেসরকারি খাত থেকে নির্বাচন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি দল (টিজিপি) অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ

বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও উপজেলা পরিষদকে নিয়মিতভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা চক্রের প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করবে। খালিয়াজুরী উপজেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ ও বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০ প্রণয়নে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে টিজিপি গঠন করা হয় যেখানে ৪ জন সদস্য হস্তান্তরিত বিভাগ থেকে নেয়া হয়েছে।

ছক ৯ঃ খালিয়াজুরী উপজেলার পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক কারিগরি দলের সদস্যবৃন্দ

ক্রম	নাম	পদবী	কমিটিতে পদ
০১	এ এইচ এম আরিফুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
০২	**মোঃ আব্দুর রৌফ সরকার**	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
০৩	এস এম তৌকির আহমেদ	পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
০৪	মো: হাবিবুর রহমান	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য
০৫	ডাঃ মোঃ ফয়জুর রহমান	উপজেলা প্রানিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
০৬	রাজীব আহম্মেদ	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

ছক ১০ ঃ খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদের সদস্যদের তালিকা

০১	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১৫	উপজেলা শিক্ষা অফিসার
০২	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১৬	উপজেলা মৎস্য কর্মকত
০৩	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	১৭	উপজেলা পল্লী উনড়বয়ন কর্মকর্তা
০৪	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১৮	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা
০৫	চেয়ারম্যান, খালিয়াজুরি ইউনিয়ন	১৯	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য)
০৬	চেয়ারম্যান, মেন্দিপুর ইউনিয়ন	২০	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
০৭	চেয়ারম্যান, কৃষ্ণ পুর ইউনিয়ন	২১	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
০৮	চেয়ারম্যান, নগর ইউনিয়ন	২২	উপজেলা সমবায় অফিসার
০৯	চেয়ারম্যান, চাকুয়া ইউনিয়ন	২৩	উপজেলা যুব উনড়বয়ন অফিসার
১০	চেয়ারম্যান, গাজীপুর ইউনিয়ন	২৪	উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা
১১	উপজেলা স্বাস্থ্য পঃপঃ কর্মকর্তা	২৫	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
১২	উপজেলা কৃষি অফিসার	২৬	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
১৩	উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা	২৭	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ১
১৪	উপজেলা প্রকৌশলী	২৮	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ১

উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৯-২০২০)

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ, নেত্রকোনা।

ডিসেম্বর-২০২০

১। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (Situation analysis)

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ হচ্ছে 'বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ণ'। এটি পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ যা বর্তমান সমস্যা ও বিষয়গুলোর পাশাপাশি ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা গুলোর নিবন্ধন করণের মাধ্যমে পদ্ধতিগত ভাবে সেই সমস্যা গুলো সমাধান করার এবং কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলো চিহ্নিত করে।

ছক ১ খালিয়াজুরী উপজেলার খাত ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

খাত	সমস্যা ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার বিবরণ				সামপ্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যক্রমসমূহ	১ বছর পর অবশিষ্ট সমস্যা	সমস্যা সমাধানে সুপরিকল্পিত কার্যক্রম/ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ	কারণ			
প্রাণিসম্পদ	দুধ মাংস ও ডিম উৎপাদনে পশু পালনকারী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে	কৃষ্ণপুর গাজীপুর খালিয়াজুরি সদর মেন্দিপুর নগর চাকুয়া	১।২৫০০ গরু আক্রান্ত ২।দৈনিক ২০০০লি.দুধ উৎপাদন কম ৩।দৈনিক ৬.৬টন মাংস উৎপাদন কম ৪।দৈনিক ১০০০টি ডিম উৎপাদন কম হয়।	১।খাবারের উৎসের সমস্যা ২।পশু পালন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভার	১। LDDP ২। NATP ৩।আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ ৪।পিপিআর রোগ নিমূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প ৫।জনস্বাস্থ সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প।	১।২৫০০ গরু আক্রান্ত ২।দৈনিক ২০০০লি.দুধ উৎপাদন কম ৩।দৈনিক ৬.৬টন মাংস উৎপাদন কম ৪।দৈনিক ১০০০টি ডিম উৎপাদন কম হয়।	১।উন্নত জাতের ঘাসচাষ ও সরঞ্জাম প্রদান ২।পশু পালন ব্যবস্থাপণা,উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক প্রশিক্ষন (৬টি ইউনিয়নে ৩০০ জনকে)
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা	স্থানীয় লোকজন দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে ।	সকল ইউনিয়ন	২৫০১০	ভাতা গৃহিতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভাতা পাচ্ছে না।	সরকার কর্তৃক প্রতিবছর প্রায় ১০০০ জনকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।		ভাতা বঞ্চিতদের ভাতা প্রদান করা যেতে পারে।

পরিবার পরিকল্পনা	মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার বেশী	নগর ও গাজীপুর ইউনিয়ন	১৭৫	১। অপ্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী ২। গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব ৩। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমূহে সরঞ্জামের অভার ৪। পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রশিক্ষিত নার্স এর অভাব ৫। স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সঠিক জ্ঞান মায়েদের অভাব	-দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক যথাযথভাবে সম্পাদন -প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরন -বাল্য বিয়ের কুফল, ছোট পরিবারের সফল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিত করণ কর্মশালা সম্পাদন।	৩০০০ মা এখনো ঝুকিতে	১। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী প্রোগ্রাম,প্রসব উত্তর পরিবার পরিকল্পনা পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম (প্রতি ইউনিয়নে ১০০ জন) ২। বাল্য বিবাহ রোধে ধধিৎবহবংং ঢ়ৎড়মৎধস ৩। ইউনিয়ন অফিসে সরঞ্জাম প্রদান ৪। মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম(৫০ জন)
মহিলা বিষয়ক	উপজেলার হতদরিদ্র ,বিধবা, প্রতিবন্ধি,তালাকপ্রাপ্ত,স্বামী পরিত্যাক্তা নারীদের কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	আনুমানিক ৫৪০০ জন নারী	১। দারিদ্রতার কারনে নারীরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ নিতে পারে না। ২। প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা এবং শিক্ষার অভাব রয়েছে। ৩। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে জনবল সহ অবকাঠামো ও	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত “উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ণ (আইজিএ) প্রকল্প ” এর মাধ্যমে প্রতিবছর ২০০ জন মহিলাকে দর্জি বিজ্ঞান ও বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	৪৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।	১। ৪৫০০ জন নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ট্রেডে ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়বর্ধক প্রক্ষিণের ব্রবস্থা করা যেতে পারে। ২। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ ভবন অবকাঠামো

				আসবাবপত্রের সমস্যা রয়েছে। ৪। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভাব।			নির্মাণ , সরঞ্জামাদি ও আসবাব পত্র প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে মহিলাদের প্রক্ষিণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য	উপজেলার সকল গর্ভবতি মহিলা নিরাপদ প্রসবপুর্ব ও প্রসবপরবর্তি সেবা ও নিরাপদ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবার আওতায় আসে না এবং সকল গর্ভবতী মহিলার একটি উপজেলা ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার নেই।	উপজেলার সকল কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্রেক্স।	গড়ে প্রতিবছর ৩৫০০ জন গর্ভবতী মহিলা।	১. সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ও তথ্য আদান প্রদানের অভাব। ২.বাড়ী থেকে সেবা কেন্দ্রের দুরুত্ব। ৩. দাই দ্বারা অনিরাপদ প্রসব। ৩. CSBA/Midwife দ্বারা বাড়ীতে প্রসব। ।	এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত কার্যক্রম চলমান নেই।	১. সমন্বিত কোন তথ্য ভান্ডার থাকবে না। ২. প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বারবে না।	১. মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান। ২. সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে জরিপ করে চাহিদা অনুযায়ী জনবল, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করতে হবে।
	উপজেলার বিভিন্ন অননুমদিত ফার্মসীর মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধের অপ্রয়োজনীয় যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে।	সকল অননুমোদিত ফার্মেসী ও ফার্মাসিস্ট বিহীন ফার্মেসী।	প্রায় এক লক্ষ লোক।	১. ফার্মাসিস্ট নেই। ২. রেজিস্টার্ড ডাক্তারে প্রসক্রিপশন ছাড়া ঔষদ বিক্রয় করে। ৩. নিম্নমানের ঔষদ কোম্পানির ঔষদ বেশি লাবের আশায় বিক্র্য় করে।	নেই	১. ঔষদ প্রহণজনিত খরচ/জটিলতা পার্শপ্রতিক্রিয়া প্রতিরোধী বাড়বে।	১. সকল ঔষদের দোকান রেজিস্ট্রেশান বাধ্যতামূলক ও হালনাগাদ করতে হবে।
সমবায় কার্যালয়, খালিয়াজুরী	সমবায়ের মাধ্যমে খালিয়াজুরী উপজেলায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আশানুরূপ নয়।	সমগ্র খালিয়াজুরী উপজেলা	৮৫ টা সমিতির সক্রিয় আছে ৮৫	১. স্থানীয় জনগনের সমিতি ব্যবস্থাপনার পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব। ২. সমিতির অফিসের সরঞ্জাম না	সমিতি নিবন্ধন বাৎসরিক অডিট সমিতি পরিদর্শন, পরিচর্জা, ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ।	জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে সমবায় সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তুলা হবে।	সমিতি ব্যবস্থাপনার উপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমিতি গুলোকে আরো সক্রিয় করা।

				থাকা।			
কৃষি	স্বল্প কৃষিজ ফলন	উপজেলা সকল ইউনিয়ন পরিষদ।	প্রায় ৮৯ টি হাওড় , নদী,নালা ও বিল	জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক খাল , বিল ও হাওড় খনন না করায় এবং খাল,বিল ও হাওড় গুলো ভরা হয়ে গেছে।	১। কৃষি বিভাগ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শষ্য বহুমুখী করন বিষয়ে প্রতিবছর ১০০জন ও পাচঁবছরে ৫০০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান ১। কৃষি বিভাগ প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন(সার , বীজ)	একই ধারা বিদ্যামান থাকবে	সুপারিশ উপজেলা পরিষদ ২০টি ভরাট হয়ে যাওয়া খাল,বিল ও হাওড় খনন করতে পারে ।
সড়ক ও যোগযোগ	ইউনিয়ন ও গ্রাম থেকে জনগণ বাজার, স্কুল ও উপজেলা সদরজেলা সদরের সাথে যাতায়েত করতে পারে না।	খালিয়জুরী ইউনিয়ন	উপজেলা সড়ক মোটসড়কেরসংখ্যা 130 টি মোটরাস্তা- 428 কিলোমিটার পাকা 97 কিলো. মি কাচাঁ 334 কিলোমিটার	ভারী মালবাহীট্রাক চলাচলে রাস্থা দ্রুত নষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে ইউনিয়নেরপাকা রাস্তা গুলোর বেহাল অবস্থা গ্রামীণ কাচাঁ রাস্থা গুলো বন্যার সময় ডুবে যায়।	ব্রীজ কালভাট নির্মাণ 4 (এলজিডি প্রকল্প বাস্তবায়ণ অফিস, জেলা পরিষদ এবং সংসদ সদস্য প্রকল্প থেকে) এলজিডি এর আওতায় মোট কাচাঁ ও পাকা রাস্তার সংস্কার 5	১।উপজেলার পাকারাস্তারগুলোরসংস্কার ২। 5 কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়নের আওতায় আনা হবে ৩।ব্রিজ/ কালভার্ট 2.50 মিটার নির্মাণ করা হবে।	কাচা রাস্তা ব্রিকস লিং করা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ২ কিলোমিটারইউনিয়ন সড়কও 40 কিলোমিটারগ্রামীন সড়ক
মাধ্যমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিবেদনে অধিক ঝরে পড়ার হার	সমগ্র উপজেলা	১২টি বিদ্যালয়ে ৪৮০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার ১৫% ও ০৩টি মাদ্রাসায় ৫৬০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঝরে পড়ার হার ১৩%	১। দারিদ্রতা ২। বাল্য বিবাহ ৩। শিশুশ্রম	অত্র উপজেলায় উপবৃত্তির শতকরা হার ১০০% । বাল্য বিবাহ রোধে ব্যাপক প্রচারণা ও মনিটরিং চলমান	ঝরে পড়ার হার ১৫%	১। বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন (১৪০) ২। মাদক বিরোধী সচেতনতা মূলক ক্যাম্পেইন (১৪২)
প্রাথমিক শিক্ষা	স্কুলে শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধার অভাব ও উপস্থিতির হার কম	সমগ্র উপজেলা	১। ২৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ স্বল্পতা রয়েছে ৩০০ জোড়া।	১। বেঞ্চ স্বল্পতা।	১। এনবিআইডিএন এনজিপিএস প্রকল্পের মাধ্যমে	১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চ স্বল্পতা রয়েছে ৩০০	১। উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে বিদ্যালয়ে বেঞ্চ

			২। ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। ৩। ২০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। ৪। ৫ টি বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার করা প্রয়োজন। ৫। ৮ টি বিদ্যালয়ে শ্রেনি কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে।	২। মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। ৩। টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে গেছে। ৪। সচেতনতার অভাব। ৫। শ্রেনি কক্ষগুলো ব্যবহার অনুযোগী হয়ে গেছে।	৯ টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মানের কাজ শুরু হয়েছে। ২। পিইডিপি-৪ প্রকল্পের আওতায় ১৪ টি বিদ্যালয়ে শ্রেনি কক্ষ নির্মান কাজ শুরু হয়েছে। ৩। ৩ টি বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান কাজ শুরু হয়েছে।	জোড়া। ২। বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন। ৩। বিদ্যালয়ে খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। ৪। বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার করা প্রয়োজন। ৫। বিদ্যালয়ে শ্রেনি কক্ষ স্বল্পতা রয়েছে।	প্রদান। ২। নলকূপ সরবরাহ করা। ৩। খেলার মাঠ সংস্কার করা। ৪। অতিরিক্ত শ্রেনি কক্ষ নির্মান।
জনস্বাস্থ্য	মানুষের বিশুদ্ব খাবার পানি	খালিয়াজুরি উপজেলা	১০০০০ পরিবার	সুপেয় পানির অভাব	সমগ্র দেশে নিরাপদ পারি সরবারহ প্রকল্প, হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে	৬০০০ পরিবারে সুপেয় পানির অভাব	অবশিষ্ট পরিবারের মাঝে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা
	স্যানিটারি লেট্রিন ব্যবহার না করায় রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েছে	খালিয়াজুরি উপজেলা	মোট জনসংখ্যার ৫০%	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ্এবং সচেতনতার অভাব	সকলকে স্যানিটেশনের আওতায় আনতে ,হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ হচ্ছে	মোট জনসংখ্যার ৪০%	স্যানিটারি লেট্রিন ব্যবহার প্রশিক্ষণ,লেট্রিন নির্মান

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সন্নিবেশনের মত কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরিস্থিতি বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত গুলো হলো:

ক) জনসংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য,

খ) আর্থ- সামাজিক তথ্য,

গ) এসডিজি সূচকসমূহ,

ঘ) উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ,

ঙ) পরিবেশগত প্রভাব,

চ) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ।

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন কালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪ এর পরিস্থিতি বিশ্লেষণকে অনুসরণ করেছে এবং অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত সমূহের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ অর্থবছরে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারণ করেছে ।

২। উপজেলার বাজেট প্রাক্কলন (Budget estimate of the Upazila)

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য সম্পদের চিত্রায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত উন্নয়ন তহবিল ঐ উপজেলার উন্নয়নে ব্যয়িত সমূদয় সম্পদের মাত্র ৫-১০% । খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ এর ব্যতীক্রম নয় । খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদে সাধারনত নিম্নোক্ত উৎস থেকে অর্থ যোগান হয়ে থাকে ।

(১) উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

(২) বিশেষ অনুদান

(৩) স্থানীয়ভাবে অর্জিত সম্পদ

(৪) জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ ,যা মন্ত্রণালয় /বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয় ও মন্ত্রণালয় /বিভাগ অথবা হস্তান্তরিত দপ্তরসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়

(৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (ইউনিয়ন)

(৬) সংসদ সদস্য

(৭) এনজিও

(৮) বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ।

খালিয়াজুরী উপজেলার বাজেটের সার সংক্ষেপ ফরম্যাট ৪ ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হলো ঃ

ছক-২ উপজেলা সম্পদ চিহ্নিত করণের বাজেট সারসক্ষেপ

বিবরণ		বিগত বছরের বাজেট (২০১৮-২০১৯)	চলতি বছরে বাজেট (২০১৯-২০২০)	পাঁচ বছরের সম্ভাব্য বাজেট (২০২০-২০২১)
(অংশ -১)	রাজস্ব হিসাব / প্রাপ্তি	-	-	-
	রাজস্ব	৩৪,৩৪,৭৮০/-	৩৬,৫১,২৪৮/-	৪৬,৫২,৮০৯/-
	মঞ্জুরি	-	-	-
	মোটা আয়	৩৪,৩৪,৭৮০/-	৩৬,৫১,২৪৮/-	৪৬,৫২,৮০৯/-
	রাজস্বব্যায়	৩৩,৪৯,৭৮০/-	৩৫,৩৯,২৮০/-	৩৮,৬২,২৮০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত / ঘাটতি (অ)	৮৫,০০০০/-	১,১২,০০০/-	৭,৯০,৫২৯/-
(অংশ -২)	উন্নয়ন হিসাব			
	উন্নয়ন অনুদান	৯৮,৩৯,০০০/-	১,০৮,১০,০০০/-	১,৫১,৯৭,০০০/-
	মোট (ই)	৯৮,৩৯,০০০/-	১,০৮,১০,০০০/-	১,৫১,৯৭,০০০/-
	মোট সম্পদ (অ+ই)	৯৯,১৪।০০০/-	১,০৯,২২,০০০/-	১,৫৮,৮৭৫২৯/-
	উন্নয়ন হিসাব থেকে ব্যয়	৯৮,২৯,০০০/-	১,০৭,২৫,০০০/-	১,৫০,০০,০০০/-
	মোট বাজেট উদ্বৃত	৮৫,০০০/-	১,৯৭,০০০/-	৮,৮৭,৫২৯/-
	বিগত বছরের জের (০১জুলাই)	-		
	সমাপনী জের	৮৫,০০০/-	১,৯৭,০০০/-	৮,৮৭,৫২৯/-

৩। সম্পদের চিত্রায়ন (Resource Mapping)

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ এর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নকালে বিভিন্ন উৎস হতে উপজেলায় পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । এতে উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন খাতে বরাদ্দ প্রাধ্যান্য পাবে সেটা নির্ধারণ করা সহজ হচ্ছে ।

খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ এর বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়নকালে উপজেলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে বিভিন্ন উৎস হতে পরিচালিত সম্ভাব্য সকল উন্নয়ন কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে যেখানে বিগত বছরের বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । খালিয়াজুরী উপজেলার বিভিন্ন উৎস হতে চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শিক্ষা খাতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা খাতের তুলনায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের বিভিন্ন ধরনের বরাদ্দের পরিমান বেশী এবং পদক্ষেপ বেশি । শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো খাতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে জাতীয় সরকারের বরাদ্দ অনেক বেশি ।

খালিয়াজুরী উপজেলায় সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে বিভিন্ন ধরনের এন জি ও কাজ করে । চেষ্টা করা হয়েছে সকল এন জি ও এর কার্যক্রম গুলো তুলে ধরার , সেক্ষেত্রে শতভাগ সফল হওয়া যায়নি । এদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় উপজেলার সকল ইউনিয়নে এদের কার্যক্রম গুলো সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়নি । যার কারনে অত্র উপজেলা বিভিন্ন প্রান্তের জনগণ উপকৃত হয়নি এছাড়াও বেশকিছু কার্যক্রমে দৈত্বতা পরিলক্ষিত হয়েছে । উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় বিষয়টি উঠে আসায় এবিষয়ে সর্তকদৃষ্টি রাখা সম্ভব হবে ।

ছক-৩: বিভিন্ন উৎস থেকে খালিয়াজুরী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রম (সম্পদ চিহ্নিত করণ)

খাত	পরিকল্পনা/প্রকল্পের নাম	অভিষ্টগোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ট এলাকা/ ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ ও বরাদ্ধকৃত অর্থের পরিমাণ
প্রাণি সম্পদ	পিপিআর রোগ নির্মূল ও ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রন প্রকল্প	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্ধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলায় গবাদিপশুর পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রন ও ক্ষুরা রোগ নির্মূলকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে ২০২২-২৩
প্রাণি সম্পদ	LDDP	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্ধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান
প্রাণি সম্পদ	আধুনিক প্রযুক্তিতে গরুহৃষ্টপুষ্ট করণ	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং ৫০ জন খামারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান
প্রাণি সম্পদ	NATP	২০১৬-১৭অর্থ বছওে এই প্রকল্পের কার্যক্রম চালু হয়েছে।এই প্রকল্পে থেকে প্রতিবছর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া হচ্ছে এবং টিকা ও কৃমিনাশক দেওয়া হচ্ছে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৯-২০ হইতে চলমান
প্রাণি সম্পদ	জনস্বাস্থ সুরক্ষায়	২০১৯-২০অর্থবছরে এই প্রকল্প	উপজেলার	২০১৯-২০ হইতে

	ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প	কার্যক্রম চালু হয়েছে এবং বরাদ্ধ প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় খালিয়াজুরী, নেত্রকোণা	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান কর্মসূচী	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম অন্যতম। যে সমস্ত অস্চছল বয়স্ক ব্যক্তির বয়স ৬৫ বছরের (পুরুষ) , ৬২ (নারী) তারা ভাতা প্রাপ্তীর যোগ্য বলে বিবেচিত। এ উপজেলায় বর্তমানে বয়স্ক ভাতা-৪৫৮২, বিধবা ভাতা-২৪৭৮ টি ও প্রতিবন্ধী ভাতা-১৬৭৭ জনকে প্রদান করা হচ্ছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী দের মধ্যে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত এ উপজেলায় ২৬ জনের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের জন্য এ উপজেলায় বিভিন্ন নামে সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। মাতৃ কেন্দ্র ঋণ এর জন্য ৯০০০০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূনর্বাসন কার্যক্রম	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পূনর্বাসন কার্যক্রম এর জন্য এ উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম চালু আছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত এতিমদেও খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদন।	এ উপজেলায় ৩ টি এতিম খানায় প্রতিটি এতিম শিশুর জন্য মাসিক ২০০০ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	দলিলত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতা	দলিলত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে বিশেষ (বয়স্ক) ভাতার আওতায় খালিয়াজুরী উপজেলায় ১৯ টি ভাতা বরাদ্দ আছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
	মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান	১৮৬ জনকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।	সকল উপজেলা	চলমান কর্মসূচী
পরিবার পরিকল্পনা	দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে মানসম্মত	গর্ভবতী মা ও শিশু, নবজাতক, কিশোর-কিশোরী,দরিদ্র ও	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫

(ক্লিনিক)	স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ার্ড ভিত্তিক স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও উঠান বৈঠক যথাযথভাবে সম্পাদন	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ রোগীদের মাসম্মত স্বস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে *গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা (প্রসব পূর্ব) ও প্রসব সেবা ও গর্ভোত্তর পরিচর্যা (প্রসবোত্তর) নিশ্চিত করণ *২৪/৭ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী সম্পদন * প্রসবোত্তর পারিবারিক পরিকল্পনা * আই এম সি আই (সমন্বিত শিশু স্বাস্থ্য সেবা) * নবজাতকের সেবা নিশ্চিত করণ *শিশুদের পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করণ * কিশোর্ কিশোরীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করণ * বিপি মেশিনের মাধ্যমে রক্তের চাপ তথা প্রেসার নির্ণয় *ন্যান্য সাধারণ রোগীর সেবা নিশ্ছিত করণ *পরিবার পরিকল্পনা নেসবা নিশ্চিত করণ এবং ড্রোপ আউটের হার কমিয়ে আনা সম্ভব		বৎসর।
পরিবার পরিকল্পনা (ক্লিনিক)	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী চালুকরণ	মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ফলে গর্ভবতী মায়েদের * প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানো যাবে * মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যর হার কমানো সম্ভব হবে। * প্রসব পরবর্তী পিরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে প্রয়োগ সাধন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।
পরিবার পরিকল্পনা (নন-ক্লিনিক)	বাল্য বিয়ের কুফল, ছোট পরিবারের সুফল ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে গ্রাম/ওয়ার্ড/পাড়া ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও মা সমাবেশের মত অবহিতকরণ কর্মশালা	সকর মহিলা, কিশোর - কিশোরী এবং অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর ফলে * বাল্য বিয়েহ্রাস পাবে। * পরিকল্পিত পরিবার গঠন সম্ভব হবে *মায়েদের স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধি	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৭ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর।

	সম্পদন।	পাবে *পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগত জ্ঞন বৃদ্ধি পাবে * প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মহ্রাস পাবে		
মৎস্য	ন্যশনাল এগ্রিকালচারাল প্রোগ্রাম (এন এ টিপি প্রকল্প ৩)	উপজেলার স্থানীয় মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী, মৎস্য ব্যবসায়ী, ও স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মাছের উৎপাদন, বিকল্প আয়রর্ধক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন।	অক্টবর ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২১
মৎস্য	মৎস্যজিবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	বর্ষার শুরুতে মাছের প্রজনন মৌসুমে এবং মা ইলিশ না ধরার নিষাধাজ্ঞার সময় মৎস্যজিবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মাছ ধরার সূতার ঝাকি জাল, বাইর, দাড়ি, নৌকা তৈরি ইত্যাদি সম্পৃক্তকরণ।	সমগ্র উপজেলা	চলমান
	জেলেদের বেকারত্ব	অন্য পেশা বেছে নেওয়ার মত কারিগরি দক্ষতা ও আর্থিক সামর্থ প্রয়োজন ।	সমগ্র উপজেলা	চলমান
সমবায়	সরকারী সেবা	সমবায় সমিতি আইন ২০০১(সংশোধিত ২০০২ ও ১৩) বিধান মতে সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও সমবায় সমিতি নিরীক্ষা সম্পাদন। বর্তমানে নিরিক্ষাযোগ্য ৫০ টি সমবায় সমিতি নিরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন। উক্ত নিরীক্ষার বিপরীতে সরকারী রাজস্ব তহবিল আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।	সমগ্র উপজেলা	চলমান
কৃষি বিভাগ	উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	১৮,০৫,৪০১/-
	ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ১৪০ জন কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	৭,৮০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩০ জন কৃষককে উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	৬,০০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
	কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিনামূল্যে ২০ জন	সমগ্র উপজেলা	৪,৫০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)

	উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ডাল, তেল ও মসলা বীজ বিতরন		
	এনএটিপি	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬০ জন কৃষককে নিয়ে মতবিনিময় সভা	সমগ্র উপজেলা	৭,০০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
	আবহাওয়া উন্নতকরণ পদ্ধতি	১৮০ কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান	সমগ্র উপজেলা	২,০০,০০০/- (২০২০-২০২৫ সাল)
যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন	ইমারজেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (EAP)	০০ টা স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	NBIDNNGPS	২ স্কুলের ভবন ইমান	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	NBIDGPS	৪ টা স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	MDSP	০ টা স্কুলে নতুন ভবন নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	LBC	খালিয়াজুরী বাজারে মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
	IRIDP-2	০ মিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মাণ	খালিয়াজুরী	চলমান কর্মসূচি
জনস্বাস্থ্য	হাওর অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পে	১৫৬টি নলকূপ বসানোর কার্যক্রম চলতেছে	সকল ইউনিয়ন	চলমান
	সমগ্র দেশে নিরাপদ পারি সরবারহ প্রকল্প,	১৫৬টি নলকূপের কাজ শেষের দিকে	সকল ইউনিয়ন	চলমান
	আর্সেনিক ঝুকি নিরসন প্রকল্প	১৮৭টি নলকূপের কাজ হচ্ছে	সকল ইউনিয়ন	চলমান
মাধ্যমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রকল্প (সেসিপ)	৩টি উপবৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করছে।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
	সেকেন্ডারি এডুকেশন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম(সেসিপ)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণ, ভবন নির্মাণ ও বিভিন্ন ল্যাব স্থাপন।	সকল ইউনিয়ন	চলমান কর্মসূচি
প্রাথমিক শিক্ষা	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প এনবিআইডিএনএনজিপিএস	খালিয়াজুরী উপজেলার ১৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন পুনঃ নির্মান।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর
	সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ণ প্রকল্প এনবিআইডিএনএনজিপিএস	খালিয়াজুরী উপজেলার ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন পুনঃ নির্মান।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর
	পিইডিপি-৪	খালিয়াজুরী উপজেলার ১০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেনি কক্ষ সম্প্রসাণ। ২৫ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াস ব্লক নির্মান।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর

	উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াসব্লক মেরামত/ছোট/বড়/মধ্যম মেরামত/বাউন্ডারী ওয়াল/রুটিন ম্যানটেনেন্স ও স্লিপ ইত্যাদি।	এগুলো উপজেলায় প্রতিবছরই হয়।	সমগ্র ইউনিয়ন	২০১৯-২৩ ৫ বছর
টি আর সাধারণ (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২ ৮টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ১৫,৫২,৭১৬/- টাকা
টি আর নির্বাচনী (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯ টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ১২,০০,০০০/- টাকা
কাবিখা সাধারণ (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৭ টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ২৬,৩৬,৯৭১/- টাকা
কাবিখা নির্বাচনী (নন-সোলার)	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৬ টি প্রকল্প।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ১৮,০০,০০০/- টাকা
ইজিপিপি	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	২১/১১/২০২০খ্রিঃ তারিখ থেকে কাজ শুরু হয়ে ১৩/০১/২০২১ পর্যন্ত ৪০ দিন কাজ হয়েছে। মোট ১৫টি প্রকল্প। সার্বিক অগ্রগতি ১০০%।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ৬৫,২৮,০০০/- টাকা
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ	ভূমিহীন ও গৃহহীন ‘ক’ শ্রেণির পরিবারের জন্য ৪৪৩টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০২০-২০২১ খ্রিঃ ৭,৫৭,৫৩,০০০/- টাকা

৪ ।রুপকল্প বিবরণী (Vision Statement)

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রুপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । খালিয়াজুরী উপজেলার প্রেক্ষিতে রুপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র । এটা খালিয়াজুরী উপজেলার জনসাধারনের কাছে ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র যার মধ্যে আছে উপজেলা কী করতে চায় এবং চলতি অর্থবছর / আগামী বছর উপজেলা উন্নয়নের কোন স্থানে যেতে চায় তাঁর প্রত্যয় । রুপকল্পটি এমন ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যা আগামী পাঁচ বছরে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে ।

খালিয়াজুরী উপজেলা বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২০-২০২৪ প্রণয়নে উপজেলা পরিষদ সর্বসম্মতি ক্রমে নিম্নোক্ত রুপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে উপজেলা পরিষদের সকল দপ্তরের রুপকল্পকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে ।

" খালিয়াজুরী উপজেলায় ন্যায়সঙ্গত মানসম্মত জীবনব্যাপী শিক্ষা , সুস্বাস্থ্য পরিকল্পিত পরিবার নিশ্চিত করা,সুপেয় পানি স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন,স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন,মানব সংগঠন ভিত্তিক উন্নত পল্লী ,মৎস্য প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষি,উন্নত জীবন যত্নশীল সমাজ,দক্ষ জনশক্তি তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি,কুসংস্কার মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ সর্বপরি জনঅংশগ্রহণে কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে জনগণের জীবন মাত্রার মানোন্নয়ন ।"

৫। বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য,উদ্দেশ্য,অভীষ্ট (AP Goals,Objectives and Targets)

খালিয়াজুরী বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা আগামী বছর পর খালিয়াজুরীর উন্নয়ন চিত্র । বর্তমানে খালিয়াজুরী কোন অবস্থানে আছে এবং এক বছর পর খালিয়াজুরী কোন অবস্থানে থাকবে । এ পরিকল্পনা প্রনয়ন কালে খালিয়াজুরীর সকল দপ্তরের কার্যক্রমের উপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে বিশেষ করে হস্তান্তরিত দপ্তর সমূহের উপর । খালিয়াজুরী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৯-২০২০) লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট যা পরিকল্পনার রুপকল্প বিবরণীর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত । উপজেলা পরিষদ তার নিজস্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে তার নিজস্ব লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে - যেখানে বার্ষিক পরিকল্পনার কোন কোন দিকে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং আগামী বছর কোন লক্ষ্যে কাজ করবে তা নির্ধারণ করে বিস্তারিত বিবরণীতে তুলে ধরা হয়েছে । খাত ওয়ারী গৃহীত পরিকল্পনা

সমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা অবশ্যই সূচকদ্বারা পরিমাপ করতে হবে । বার্ষিক পরিকল্পনা অবশ্যই বছর শেষে মূল্যায়ন করতে হবে । এই মূল্যায়নের টুল্সই হচ্ছে পরিমাপযোগ্য সূচক । প্রণিত খালিয়াজুরী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৯-২০২০) পরিমাপযোগ্য সূচকসহ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং ফলাফল ফরম্যাট ৯ ব্যবহার করে নিম্নে উল্লেখ করা হলো । বছর শেষে প্রয়োজন ক্ষেত্রে অন্য যে কোন সময়ের মূল্যায়নের জন্য এই সূচক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা হবে ।

ছক-৪: **পরিমাপযোগ্য সূচক সহ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং অভীষ্ট**

নং	লক্ষ্য	খাত	ফলাফল	পরিমাপযোগ্য সূচক
১.	উপজেলার সকল জনগনের জন্য মানসম্বত স্বাস্থ্য সেবানিশ্চিত করা বিশেষ কওে গর্ভবতীমা ও নবজাতকের মৃত্যু ঝুঁকিহ্রাস করা ।	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী করানোর বিষয়ে জনগণের মাঝে ২০টি ক্যাম্পেইন আয়োজন করা । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে এবং ১ টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নরমাল ডেলিভারী চালুর সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ।	মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুও হার হ্রাস পাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক নরমাল ডেলিভারী শতকরা হার বৃদ্ধি পাবে ।
২	মৎস্য চাষে আগ্রহী কওে গড়ে তোলা আত্ন-কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করা এবং জীবিকায়নের সাথে সাথে আমিষের চাহিদা পূরণ করা ।	মৎস্য	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ২০০০ জন মৎস্য জীবী/চাষীদের সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ১০ টি প্রদর্শনী পুকুর/খামার স্থাপন ।	মৎস্য চাষে আগ্রহী হবে ,আত্ন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বি হবে ।
৩	গবাদি প্রাণিদের দক্ষ টেকনিশিয়ান/ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা কওে সময় মত মানসম্পন্ন টিকা প্রদান কওে আত্ন কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টির মাধ্যমে নিজে লাভ বান সহ উপজেলার প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মিটানো ।	প্রাণিসম্পদ	২০২৩-২০২৪ সালেরমধ্যে গবাদি প্রাণির কৃমি মুক্ত করণ ।	গবাদি প্রাণিদেও বিভিন্ন রো গ ব্যাধি থেকে রক্ষা করে আত্নকর্মসংস্থান সহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে ।
৪	কর্মসংস্থানের জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কওে হত দরিদ্রকে আত্নকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করা ।	মহিলা বিষয়ক দপ্তর	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ৩০০ জন হত দরিদ্রদেও আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষন কর্মসূচী । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ৬০ জন মহিলাদেও আত্নকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচী । ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ২৫০ জন হত দরিদ্রকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কওে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ ।	কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হত দরিদ্রের হার কমিয়ে স্বাবলম্বি করা হবে ।

৫	কর্মসংস্থানের জন্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে হত দরিদ্রকে আত্নকর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্বাবলম্বি করা ।	সমাজ সেবা	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ২০০ জন হত দরিদ্রকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কওে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ ।	কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে হত দরিদ্রের হার কমিয়ে স্বাবলম্বি করা হবে ।
৬	সমবায় সমিতির প্রতি সাধারণ জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদান ।	সমবায়	প্রতি বছর উপজেলার সর্বোৎকৃষ্ট তিনটি সমবায় সমিতিকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা ।	গমবায়ী মনোভাব সৃষ্টি করা এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে ।
৭	আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার দক্ষতা অর্জন করে কলা কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে টেকসই লাভজনক কৃষি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।	কৃষি	২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ২৫ টি সরকারী /খাস বিল খনন করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা কর।	শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ২০ কিলোমিটার খাল খনন করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা ।	শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষির জন্য ৩০০ টি সেচ যন্ত্র বিতরণ ।	প্রয়োজনমত এবং পরিমানমত পানি সেচের মাধ্যমে খাদ্যশস্য/ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে টেকসই আধুণিকায়নের মধ্যেমে লাভজনক কৃষির জন্য ২০০ টি বারিট পাইপ বিতরণ ।	সল্পমূল্যে চাষাবাদ ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে কৃষি জমিতে নিয়মিত এবং প্রয়োজনমত সেচ প্রদানের জন্য ৮০ টি পাঁকা সেচ নালা নির্মাণ ।	প্রয়োজনমত এবং পরিমানমত পানি সেচের ব্যবস্থা করা যাবে ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে এবং অল্প খরচে অধিক জমি চাষাবাদ করার জন্য ৫০টি পাওয়ার টিলার বিতরণ ।	অল্পসময়ে এবং কম খরচে অধিক জমি চাষাবাদ করার সুযোগসৃষ্টি হবে ।
			২০২০-২০২৫ সালের মধ্যে ৫,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান ।	আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার দক্ষতা ও কলাকৌশল বৃদ্ধি পাবে ।
৯	স্থানীয় অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে জন দূর্ভোগ কমানো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে উপজেলার একস্থান থেকে অন্য স্থানে	যোগাযোগ ভৌত অবকাঠামো	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন পরিসেবা ও রাস্তার সংযোগকারী ৩০ কিলোমিটার সড়ক ফ্ল্যাটস্লিং/এইচবিবি/আরসিসি/পাকাকরণ ।	খালিয়াজুরী উপজেলার ১.৩৭ লক্ষাধিক জনগনের বিভিন্ন পরিসেবার প্রবেশ গম্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং

	যাওয়ার সুব্যবস্থা করা ।			জন দূর্ভোগ হ্রাসপাবে ।
			২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ কিলোমিটার কানেকটিং সিসি রাস্তা করা ।	
			২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বাজারের রাস্তা,গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১২ কিলোমিটার ড্রেননির্মাণ ।	জলাবদ্ধতা দূরহবে ।
			২০২৩-২০২৪ সালেরমধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য ১৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা ।	নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
			২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যেনদী/খালের উপর ০৪ টি মাঝারি সেতু নির্মাণ ।	নিরবিচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
১০	মাধ্যমিক শিক্ষায় (বিদ্যালয় , মাদরাসা , কলেজ) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধ াবৃদ্ধির মাধ্যমে আকর্ষনীয় ,আধুনিক ও আইসিটি বেইজড পাঠ দান করে আনন্দময় শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং ঝরে পরার হার কমানো ।	মাধ্যমিক শিক্ষা	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে ১৫ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , কলেজ এবং মাদরাসায় পাকা বিল্ডিং নির্মাণ ।	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যেমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঝরে পরার হার ২৫% থেকে কমিয়ে ১৫% নিয়ে আসা । মাদরাসায় ঝরে পরার হার ২৯% থেকে ১৯% নিয়ে আসা । শিক্ষা স্তর শেষ করার হার ১০ % বৃদ্ধি করা ।
১১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে আকর্ষনীয় পাঠদান করে আনন্দময় শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো এবং ঝরে পরার হার কমানো ।	প্রাথমিক শিক্ষা	২০২৩-২০২৪ সালেরমধ্যে ৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়েরস্লিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষা উপকরন ক্রয়, রুটিন মেনটেনান্স ও ক্ষুদ্র মেরামত কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে ।	২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের ক্যাচম্যান এলাকার শিশুদের ১০০% ভর্তি নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষাস্তর শেষ করার হার ৯৫% এর উপরে নিয়ে আসা এবং ঝরে পরার হার ৫% এর নিচে আনা ।

৬। প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (Project Summary)

পরিস্থিতি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে খালিয়াজুরী উপজেলা পরিষদ তাঁদের প্রণিত রুপকল্প,বার্ষিক লক্ষ্য এবং পরিমাপযোগ্য সূচকের সাথে প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করেছে । এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাস্তবায়নযোগ্য ও প্রাধিকারমূলক সকল প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা হয়েছে । প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ প্রকল্পের অবস্থান ,বিবরণ,প্রত্যাশিত উপকারভোগী ও ব্যয় সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে যার ফলে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ,বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে ।প্রত্যেক কার্যক্রমের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট এবং কার্যক্রমের পরিধি তারও একটা হিসেব দেয়া হয়েছে ।

ছক-৫: **বার্ষিক পরিকল্পনার প্রকল্প সারসংক্ষেপ অর্থবছর ঃ ২০১৯-২০২০**

প্রকল্পের বিবরণ						অবস্থান	বাস্তবায়ন সময়সূচি			বিনিয়োগ		পরিবীক্ষণ
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	অভীষ্ট/ ঈরিমান	প্রত্যাশিত উপকারভোগী পুরুষ/ নারী/ শিশু/প্রতিবন্ধী	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তের তারিখ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা
০১	উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩০০ জন কৃষক	**কৃষি**	সমগ্র উপজেলা	**১২/০৭/২০১৯**	**১০/০৪/২০২০**	কৃষি বিভাগ	১৮,০৫,৪০১/-	কৃষি বিভাগ	কৃষি বিভাগ
	কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৩০ জন	৩০ জন কৃষককে উৎপাদ	৩০ জন কৃষক	কৃষি বিভাগ	সমগ্র উপজেলা	**১২/০৬/২০১৯**	**১০/০২/২০২০**	কৃষি বিভাগ	৬,০০,০০০/-	কৃষি বিভাগ	কৃষি বিভাগ

		কৃষককে উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান									
০২	কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান, বিনামূল্য ২০ জন কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ডাল, তেল ও মসলা বীজ বিতরন	২০ জন কৃষকের মাঝে উন্নত জাতের ডাল, তেল ও মসলা বীজ বিতরন	২০ জন কৃষক	কৃষি বিভাগ	সমগ্র উপজেলা	**১২/০৫/২০১৯**	**১০/০৪/২০২০**	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪,৫০,০০০/-	কৃষি বিভাগ	কৃষি বিভাগ
০৩	এনএটিপি	প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬০ জন কৃষককে নিয়ে মতবিনিময় সভা	৪০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৬০ জন কৃষককে নিয়ে মতবিনিময় সভা	৪৬০ জন কৃষক	কৃষি বিভাগ	সমগ্র উপজেলা	**১২/০৭/২০১৯**	**১০/০৪/২০২০**		৭,০০,০০০/-	কৃষি বিভাগ	কৃষি বিভাগ
০৪	আবহাওয়া উন্নতকরণ পদ্ধতি	কৃষকে	**১৮০** কৃষককে	**১৮০** কৃষক	কৃষি বিভাগ	সমগ্র উপজে	**১২/০৭/২০**	**১০/০৪/**		২,০০,০	কৃষি বিভাগ	কৃষি বিভাগ

		দর প্রশিক্ষণ প্রদান	দর প্রশিক্ষণ প্রদান			লা	১৯	২০২০		০০/-		
০৫	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২৮টি প্রকল্প।		৫৬৭৬	টিআর সাধারণ (নন-সোলার)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১৬/০৮/২০১৯	১০/০৬/২০২০		১৫,৫২,৭১৬/-		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
০৬	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৯ টি প্রকল্প		৩০০০	টিআর নির্বাচনী (নন-সোলার)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১২/০৮/২০১৯	১৮/০৪/২০২০		১২,০০,০০০/-		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

		।										
০৭	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৭ টি প্রকল্প ।		১৫০০	কাবিখা সাধারণ (নন-সোলার)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	০৯/০৭/২০১৯	০৫/০৪/২০২০		২৬,৩৬,৯৭১/-		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
০৮	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ০৬ টি প্রকল্প ।		৫৬৬	কাবিখা নির্বাচনী (নন-সোলার)	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১২/০৭/২০১৯	১০/০৪/২০২০		১৮,০০,০০০/-		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
০৯	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	৪০ দিন কাজ		৫১০০ জন	ইজিপিপি	উপজেলার	২২/০৭/২০১৯	১৩/০৪/২০২০		৬৫,২৮,০০০		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবা

		হয়েছে। মোট ১৫টি প্রকল্প। সার্বিক অগ্রগতি ১০০%।				সকল ইউনিয়ন				/-		য়ন কর্মকর্তা
১০	দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ	ভূমিহীন ও গৃহহীন ‘ক’ শ্রেণির পরিবারের জন্য ৪৪৩টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ।		১২০২ জন	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১২/০৭/২০১৯	১০/০৪/২০২০		৭,৫৭,৫৩,০০০/-		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা

৭। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M & E plan)

বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে এর বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কে জানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের সহায়তাকারী প্রক্রিয়া হলো পরিবীক্ষণ । এর মাধ্যমে বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রবাহমান ধারাকে পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা হবে । এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তথ্য / উপাত্ত সংগ্রহ করে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে *ত্রুটি* বিচ্যুতি নিরুপণ করা হবে । অতঃপর ফিডব্যাক এর মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে । বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সার্বক্ষণিক তদারকি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় যোগান সরবরাহ নিয়মিত ফলাবর্তন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কাজ করা হবে । পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক কার্যক্রমে কোনরুপ রদবদল করতে হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা মাঠ পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট অফিসকে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করা হবে এবং উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় অনুমোদিত হবে ।

বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর,জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) উপজেলা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভায় উত্থাপন করা হবে এবং বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা হবে ।প্রতি বছর উপজেলা পরিষদ সভায় পর্যালোচনা করা হবে ।

মূল্যালন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া । বার্ষিক পরিকল্পনা কার্যের পটভুমিতে বলা যায় যে ,মূল্যায়ন হলো একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি, উপজেলা পরিষদ বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরুপণ করা হবে । মূল্যায়নে দুটি দিকের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেয়া হবে (১) সুপরিকল্পিত পদ্ধতি (২) পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট কতটুকু অর্জিত হয়েছে । বার্ষিক পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়ন সম্পাদন করা হবে যা পরিকল্পনার অগ্রগতি নির্ণয় করবে । নিম্নে উল্লেখিত মডেল ব্যবহার করে *খালিয়াজুরী* উপজেলার পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন কার্যসম্পন্ন করা হবে ।

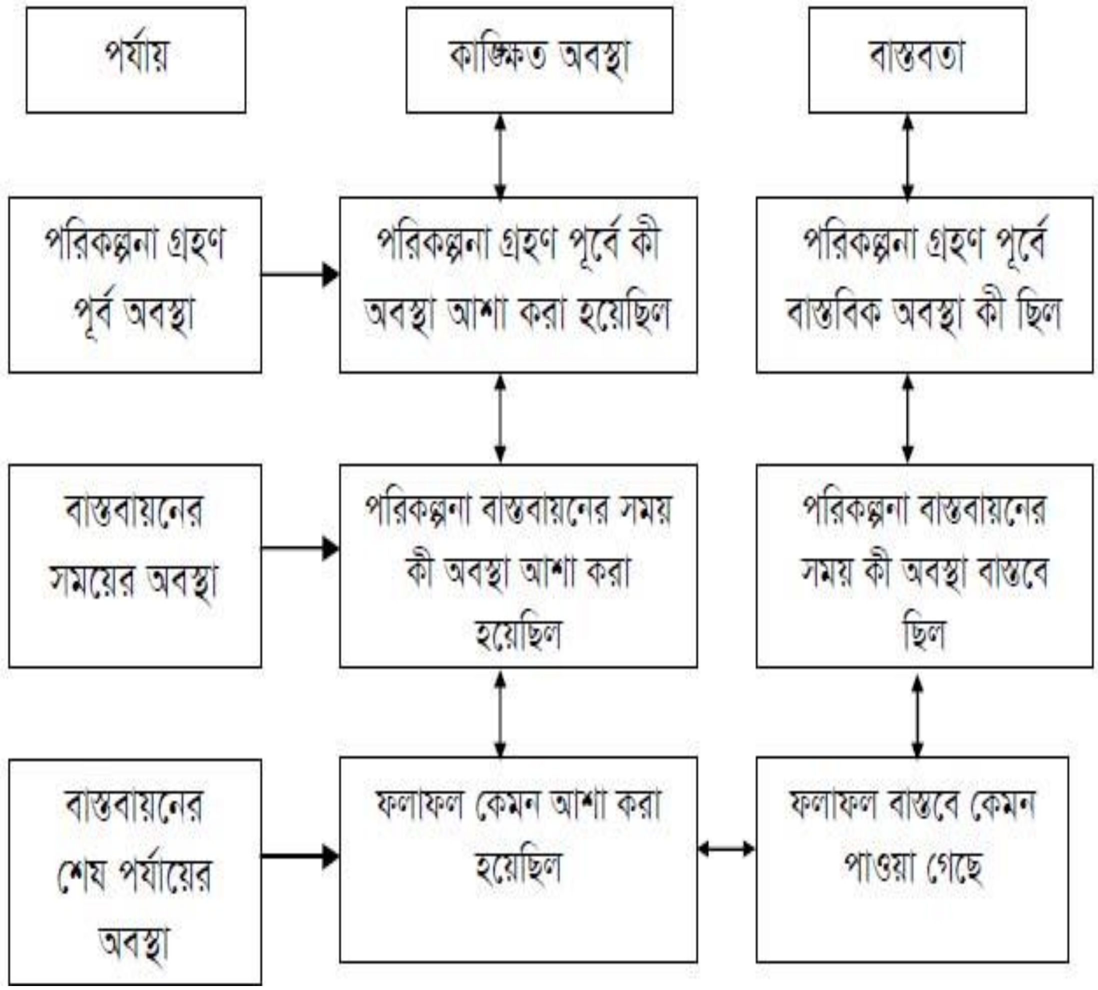

প্রয়োজনে এই মূল্যায়নের সুপারিশের ভিত্তিতে বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন হতে পারে । পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুযায়ী *খালিয়াজুরী* উপজেলা পরিষদ পরিস্থিতি বুঝার জন্য এবং সাথে সাথে ঐ সময়ে সাধারন মানুষের চাহিদা জানার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা পুনঃবিবেচনা করার কথা ভাবা হবে । উপজেলা পরিষদেও সদস্যরা যদি বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধনের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমতে পৌছায় যে সংশোধন করতে হবে , তাহলে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে অনুসৃত প্রক্রিয়া অনুযায়ী এই সংশোধন করতে হতে পারে । প্রস্তাবিত সংশোধনগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে এই প্রক্রিয়া সহজতর করা যেতে পারে । যদি বার্ষিক পরিকল্পনায় সংশোধন আনা হয় তাহলে পঞ্চ -বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটেও সে অনুসারে সংশোধন আনা হবে ।

ফরম্যাট ঃ বার্ষিক পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন --------------------

প্রবিেদনের মেয়াদ :------------- হইতে -------------

উপজেলা : ***খালিয়াজুরী*** জেলা :

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা :
● পঞ্চ বার্ষিক/বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামগ্রিক অগ্রগতি,মোকাবেলা করা সমস্যা/চ্যালেঞ্জ এবং তাঁর সমাধান,মোট বাজেটের তুলনায় ব্যয়িত প্রকৃত ব্যয়,ভালো অনুশীলন চিহ্নিতকরণ এবং শিখন ইত্যাদি ● ত্রৈমাসিক শেষে পরিকল্পনার লক্ষ্য -১ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসার ● ত্রৈমাসিক শেষে পরিকল্পনার লক্ষ্য -২ এর আওতায় মূল কার্য সম্পাদনের সামগ্রিক পরিস্থিতি ও সংক্ষিপ্তসা

০৮। প্রকল্প প্রস্তাবনা

*** সকল প্রকার খরচে সরকারি বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর প্রদান পূর্বক বিল পরিশোধ করা হবে।**

উপজেলা পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রকল্প

সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প

উপজেলা : খালিয়াজুরী জেলা : নেত্রকোনা বিভাগ : ময়মনসিংহ

১. উপ-প্রকল্পের নামঃ উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল ও মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারি শিক্ষকের বিদ্যালয়ের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সক্রিয় করন, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ , কিশোর বাতায়ন ,EMIS,IMS সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।	
১. উপ-প্রকল্পের নম্বর :	
২. উপ-প্রকল্পের রূপরেখা :	
২.১ বিভাগ	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, খালিয়াজুরী।
২.২ ধরণ	প্রশিক্ষন
২.৩ কাজের প্রকার/ধরণ	প্রশিক্ষন
২.৪ প্রকল্প এলাকা	খালিয়াজুরী
২.৫ দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, খালিয়াজুরী।
২.৬ কারিগরী তত্ত্বাবধায়ক	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, খালিয়াজুরী।
২.৭ উপকারভোগীর সংখ্যা	পুরুষ : ৩৫ মহিল : ০৩ মোট ৩৫ জন
২.৮ উপকারভোগীর ধরণ	মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল, মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের।
৩. উপ- প্রকল্পের চাহিদা ও উদ্দেশ্যে	
৩.১ উপ- প্রকল্প গ্রহনের যোক্তিকতা (সমস্যা, চাহিদার) উৎস ও ধরন	* মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম তেমন উন্নত নয়। * মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সক্রিয় করন, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ ও কিশোর বাতায়ন সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারনা কাঙ্কিত পর্যায়ে নয়। *প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ধারণা ও দক্ষতা পর্যাপ্ত নয়। *ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও প্রদর্শন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের ধারনা পর্যাপ্ত নয়৷

	* EMIS,IMS data update and Verification সঠিক ভাবে করতে পারে না ।
৩.২ উদ্দেশ্য/প্রত্যাশিত ফলাফল সুবিধা	এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহনকারীগণ * মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে । * মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সক্রিয় করন, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ ও কিশোর বাতায়ন সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারনা কাঙ্কিত পর্যায়ে উন্নীত হবে। * প্রতিষ্ঠানের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। *ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও প্রদর্শন সম্পর্কে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। * EMIS,IMS data update and Verification সঠিক ভাবে করতে পারবে।
৪. উপ-প্রকল্প নির্বাচনের জন্য আলোচনার রেকর্ড	
৪.১ পিএসসি কর্তৃক সুপারিশের তারিখ	১০/০৭/২০১৯
৪.২ উপজেলা কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ :	১২/০৭/২০১৯
৫. অগ্রাধিকার	০৬ টি প্রকল্পের মধ্যে ০২ নম্বর
৬. উপ-প্রকল্পের বাজেট/খরচ	১,৬৬,২৩৯/-
৭. বাস্তবায়ন সময় সূচী	
৭.১ দরপত্র আহবান (২ লাখ টাকার উর্ধের উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে)	
৭.২ পিআইসির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য তারিখ	মাস/বৎসর
৭.৩ প্রশিক্ষন শেষ হবার সম্ভাব্য তারিখ	/ /২০১৯ ইং
৭.৪ পি আইসির অগ্রীম সমন্বেয়ের/ঠিকাদারের পাওনা পরিশোধের/সম্ভাব্য তারিখ	মাস/বৎসর

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার　　　　উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর

উপজেলা নির্বাহী অফিসার　　　　উপজেলা চেয়ারম্যান

প্রাক্কলিত বাজেট

উপ-প্রকল্প নম্বর ঃ CD-২০১৯-২০-১০৬৪৬৬.০৫৬ উপজেলা ঃ খালিয়াজুরী, জেলা ঃ নেত্রকোনা , বিভাগ ঃ ময়মনসিংহ।

১. উপ-প্রকল্পের নামঃ উপজেলা পর্যায়ের মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল ও মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সহকারি শিক্ষকের বিদ্যালয়ের অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রম, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস সক্রিয় করন, শিক্ষক বাতায়ন, মুক্তপাঠ , কিশোর বাতায়ন ,EMIS,IMS সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, খালিয়াজুরী
অংশগ্রহনকারী সংখ্যা ঃ মোট - ৩৫ জন (পুরুষ : ৩২ মহিলা : ০৩)
প্রশিক্ষণ শুরু ঃ ১টি ব্যাচ ঃ
স্থিতিকাল ঃ ব্যাচ প্রতি ০৩ দিন করে।

ক্রঃ নং	**ব্যায়ের খাত/ আইটেম**	**পরিমান**	**হার/রেট (টাকা)**	**খরচ**				**মন্তব্য**
				মোট	**ভ্যাট**	**আয়কর**	**প্রকৃত খরচ**	
০১	দুপুরের খাবার (পানি ও পানীয় সহ)							
	ক. (অংশগ্রহনকারী : ৩৫ জন ×৩× ৩০০ টাকা × ১ দিন×১বার)	৩৫ জন	৩০০/-	৩১,৫০০/-	১৮৯০/-	৯৪৫/-	৩৪৩৩৫/-	হাজিরা তালিকা অনুযায়ী
	খ. অন্যান্য : ১০ জন × ৩০০ টাকা × ৩দিন × ১ বার	১০ জন	৩০০/-	৯,০০০/-	৫৪০/-	২৭০/-	৯৮১০/-	
০২	অংশগ্রহনকারী দৈনিক ভাতা ৩৫ ×৩ ×৫০০/-×১ দিন	৩৫জন	৫০০/-	৫২৫০০/-	-	-	৫২৫০০/-	
০৩	অংশগ্রহনকারী যাতায়াত ভাতা ৩৫ ×৩× ২৫০/- × ১ বার	৩৫জন	২৫০/-	২৬,২৫০/-	-	-	২৬,২৫০/-	
০৪	চা-নাস্তা ক. (অংশগ্রহনকারী : ৩৫জন × ৪০/-× ৩দিন × ২ বার)	৩৫ জন	৪০/-	৮,৪০০/-	৫০৪/-	২৫২/-	৯১৫৬/-	হাজিরা তালিকা অনুযায়ী
	খ. অন্যান্য : ১০ জন ×৪০ টাকা ×	৩৫ জন	৪০/-	২,৪০০/-	১৪৪/-	৭২/-	২৬১৬/-	

	৩ দিন × ২ বার							
০৫	লজিস্টিক (ফাইল/ফোল্ডার/কলম/নোটবুক /মডিউল/ সিডিউল/ পোষ্টার/ পেপার/ মার্কার/ কসটেপ/ পিন)	৩৫ জন	১৫০/-	৫২৫০/-	২৬৩/-	--	৫৫১৩/-	শুধু অংশগ্রহন কারীদের জন্য
০৬	তথাজ্ঞ ব্যক্তির সম্মানী (০৪ জন, ১ জন ১ সেশন প্রতিদিন ০৪ জন, ৪ সেশন ০৩ দিন)	০৪ জন	৭২০/-	৮৬৪০/-	-	৯৬০/-	৯৬০০/-	
০৭	কোর্স সমন্বয়কারী (১জন ×১০০০/-×৩ দিন)	০১ জন	৯০০/-	২৭০০/-	-	৩০০/-	৩০০০/-	
০৮	ভেন্যু/প্রশিক্ষন স্থান (পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা– সহায়ক সার্ভিস ২×২০০/-×৩ দিন	০২ জন	২০০/-	১২০০/-	-	-	১২০০/-	
০৯	বিবিধ (নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প/ব্যানার/ ফটোকপি/ ছবি/ রিপোর্ট ইত্যাদি)			৩৫৫০/-	১৯৩/--	১১৬/-	৩৮৫৯/-	
১০	মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ড সিস্টেম, প্রজেক্টর/			৬৮৮৮/-	১২৬০/-	২৫২/-	৮৪০০/-	
	সর্বমোট =			১৫৮,২৭৮/-	৪৭৯৪/-	৩১৬৭/-	১,৬৬,২৩৯/-	

(কথায় ঃ এক লক্ষ ছিষট্টি হাজার দুই শত উনচল্লিশ টাকা মাত্র)

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার   উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর   উপজেলা নির্বাহী অফিসার

ফটো গ্যালারী

খালিয়াজুরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

ওয়াটার এম্বুলেন্স

ধনু নদী

সন্ধ্যার হাওর

ধান সংগ্রহ

বর্ষায় চলাচল

বৃষ্টির সৌন্দর্য

খালিয়াজুরী উপজেলার কৃষি

খালিয়াজুরী উপজেলার কৃষি

----সমাপ্ত---